# জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের

# শ্রেষ্ঠ কবিতা

শোভন সোম
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি-জীবন ছিল এক সম্পূর্ণ প্রতিভার অসম্পূর্ণ বিকাশ। নিজেকে যেমন তিনিও সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত করেননি তেমনি উনিশ শতকের এই কবির কোনও সদর্থক মূল্যায়নও হয়নি। তাঁকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রিস্তরে গবেষণা হয়েছে, কিন্তু, বাংলার সারস্বত কর্মে তাঁকে স্থান দিতে আমরা বড়ই কুণ্ঠিত থেকেছি। বাংলার নাট্যচর্চায় এই অগ্রণী পুরুষটি আধুনিক নাট্যোদ্যমের পুরোধা পুরুষও ছিলেন। কিন্তু বাঙালির নাট্যচর্চার ইতিহাসেও তাঁকে স্থান দেওয়া হয়নি। আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলায়, বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে এই বিচিত্রমাত্রিক পুরুষটি তাঁর সময়ে উল্লেখনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তাঁকে অকৃতজ্ঞ বাঙালি সমূহ ভুলেছে।

কেবল রবীন্দ্রচর্চাব অনুষঙ্গে তাঁর নামোচ্চারণ করা হলেও রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষে তাঁর ভূমিকার কথা নিম্নস্বরে বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে সকৃতজ্ঞ উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রেরণায়, সুর-সংযোজনে, বিদ্বজ্জনসমাগম উপস্থাপনে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যমী। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় মাঘোৎসবের দায়িত্ব গ্রহণের আগে তা পালন করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। পিতামহ দ্বারকানাথের ব্যবসার অনুপ্রেরণায় জাহাজের ব্যবসায় নেমে অশেষ ক্ষতি স্বীকার করলেও উনিশ শতকের ঘরে-বাইরে নির্বল বাঙালির মনে কর্মোদ্দীপনা তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন। প্রতিপক্ষ ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যবসায় তিনি অসম সাহস নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বিচিত্রগামিনী কর্মধারায় কাব্য-রচনা ছিল একটি ধারা।

কবি হিসেবে তিনি মূলত ছিলেন গেয় বাকের কবি বা বাগ্‌গেয়কার। প্রাচীন পরম্পরার অনুসরণে নাট্য-রচনাকে আশ্রয় করেই তিনি গীত ও কাব্যরচনা করেছিলেন। ভারতে নাট্যশাস্ত্রের বিচারধারায় সকল শিল্পের মূল উদ্দেশ্য হল রসোৎপাদন এবং রসাস্বাদন। নাট্যশিল্পকে তিলোত্তমা শিল্প বলা হয়, কেন না নাট্যেরই অঙ্গ হিসেবে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, কাব্য, সংগীত ইত্যাদি ললিতকলা বিবৃদ্ধি লাভ করেছে। নাটকের বাইরেও তিনি কিছু সংগীত ও ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। নাট্যান্তর্গত নয়, তাঁর এমন সংগীতগুলিও এই সংকলনে দেওয়া হল।

নাটকের তিনটি শ্রেণীতে, বিয়োগান্তক মিলনান্তক প্রহসন তিনি রচনা করেছিলেন। এছাড়া রূপকের দশটি ভেদের অনুসরণে তিনি নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন অনুবাদ করে সংস্কৃত নাটকের সম্পূর্ণ আবয়বিক রূপ দর্শিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ ধরেই সংস্কৃত নাট্য-প্রকরণের ব্যাপারগুলি জানা যায়। সংস্কৃত সাহিত্য তিনি কী গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন,

তা তাঁর এই অনূদিত নাটকগুলি এবং তাঁর নিজস্ব ভূমিকা পড়ে জানা যায়। অনুবাদকালে কোন্‌টি কোন্‌ শ্রেণীর নাটক, সে-কথা যেমন তিনি জানিয়েছেন, তেমনি কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে সহমতও হননি। উইলসনের বিশ্বাস ছিল 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' অন্য কোনও কালিদাসের রচনা। ওয়েবার তা মানেননি। ওয়েবারের সঙ্গে কেন তিনি একমত, তা-ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। তাঁর ধারণা, এটি কালিদাসের প্রথম রচনা। 'কর্পূর-মঞ্জরী'র অনুবাদের ভূমিকায় 'সাহিত্য-দর্পণ'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দর্শিয়েছেন যে এটি সট্টক। সট্টক সব ব্যাপারে নাট্য-লক্ষণাক্রান্ত হলেও এর গদ্য-পদ্য সবই প্রাকৃতে লেখা এবং সট্টকে প্রবেশক ও বিশ্বম্ভক থাকে না। এতে অদ্ভুত রসের প্রাচুর্য থাকে। তেমনি তিনি জানিয়েছেন যে 'ধনঞ্জয়-বিজয়' ব্যায়োগ। ব্যায়োগ একাঙ্ককে বলে এবং এতে স্ত্রী ভূমিকা খুব অল্প থাকে; প্রায়শ থাকে না। ব্যায়োগে গর্ভ ও বিমর্ষ সন্ধি থাকে না। হাস্য শৃঙ্গার শান্ত রস এতে বর্জিত। ঐতিহাসিক যুদ্ধ ব্যাপারকেন্দ্রিক ব্যায়োগ শরৎকালে চিত্তবিনোদনের জন্যে অভিনীত হয়। এইভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনূদিত নাটকগুলির ভুমিকায় সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছেন। সরাসরি সংস্কৃত থেকে যেমন, তেমনি মূল ফরাসি ও মরাঠি থেকে অনুবাদেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সংস্কৃত নাটকের আবয়বিক গঠন বজায় রেখে তিনি এমনভাবে অনুবাদ ও নিজের সংযোজন ঘটিয়েছিলেন যে তা পড়তে পড়তে মূল পাঠের উপলব্ধি ঘটে। বলদেব পালিত ও অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা কাব্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের ব্যাপারেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অগ্রভাগে রয়েছেন।

সংস্কৃত অনুবাদে যথোচিত নান্দী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন সংস্কৃত নাটকের অনুকূলে। এই নান্দীগুলি বাংলা কাব্যের এক বিশেষ সম্পদ। সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথই শেষ বাঙালি কবি যিনি এ ধরনের যথার্থ নান্দীর ব্যবহার করেছেন। অপিচ, শৃঙ্গার রসাসক্ত এমন নাটকও আর বাংলা অনুবাদে দেখা যায়নি। যেমন শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'র নান্দীতে,

"স্তনভারে আনমিতা
গিরিজা গেলেন যবে শম্ভু আরাধনে
পদাঙ্গুলে ভর দিয়া
পুষ্পাঞ্জলি শিরে তাঁর দিবেন যতনে
অমনি ত্রিনেত্র তাঁর
পড়িল তাঁহার পরে অনুরাগ ভরে
পারবতী পুলকিতা
সাধ্বস-কম্পিত-তনু—স্বেদ-বিন্দু ঝরে
প্রথম সঙ্গমকালে
সত্বর যাইয়া গৌরী মনের ঔৎসুক্যে
ফিরিয়া আইলা লাজে
সখিগণ বলি কহি আনয়ে সম্মুখে।

গিরিজারে পেয়ে হর
হাসিতে হাসিতে করে আলিঙ্গন দান
গৌরী তাহে পুলকিতা
—সরস সাধ্বস-বশে তনু কম্পমান।
—এ হেন পার্বতী তোমা করুণ কল্যাণ॥"

রাজশেখরের 'কর্পূর-মঞ্জরী'র অনুবাদে রয়েছে,

"সুবিস্তীর্ণ স্তন যার কলসের প্রায়
এই ছার হার কি গো তাহে শোভা পায়? ...
ত্রিবলী-অঙ্কিত নাভি, তুঙ্গস্তন স্পর্শে বাহুমূল,
উচ্ছ্বসিত সুনিতম্ব, সুচিক্কন স্নানের দুকুল,
এসবে সূচিত হয় সৌন্দর্য তারুণ্য—নাহি ভুল ...
পরীক্ষিতে তাপ তাঁর সখিগণ স্তনদেশ
দেখে হাত দিয়া,
তাপদগ্ধ হয়ে কিন্তু সেই হাত পুনঃ পুনঃ
লয় সরাইয়া ..."

এ ধরনের অকপট শৃঙ্গাররস উনিশ শতকের গৌড়জনকে মুগ্ধ করেছিল, কারণ এতে ভান ছিল না। এই জ্যোতিরিন্দ্রনাথই যখন ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন, তখন আমরা মনে রাখি যে, ইনি আদি ব্রাহ্ম সমাজে পিতা কর্তৃক নিযুক্ত একজন সচিবও ছিলেন। তাঁর ব্রহ্মসংগীত যেমন,

"জয় পরম শুভসদন ব্রহ্মসনাতন
করুণার সাগর, কলুষ-নিবারণ।
জয় বিশ্বপাতা অনন্ত বিধাতা, জয় দেব দেবেশ জীবের জীবন।"

আবার, 'অলীকবাবু'তে তিনিই লেখেন,

"গা ঢালো রে, নিশি আগুয়ান, প্রাণ।
'বেলফুল' 'বেলফুল' ঘন হাঁকে মালিকুল,
'বরিফ' 'বরিফ' হেঁকে বরফওলা যান
শ্যাওড়া বনে পালে পাল, ক্যাক্কাহুয়া ডাকে শ্যাল
আস্তাকুড়ে কিচির মিচির ছুঁচোয় করে গান।"

ইনিই অসাধারণ প্রেমের কাব্যগীতিতে লেখেন

"কই এল কই এল সে আর কই এল ...।"

আবার 'হিতে বিপরীতে' আমরা পড়ি

"বলো বলো প্রিয়ে আলুর আজ ভাও কি,
কত হল সের আজি পটলের বলো দেখি ...
মাগনি হয়েছে বেগুন একেবারে আগুন
তাতে আরও থাকতি নুন, কিসে বলো প্রাণ রাখি ...।"

পরিস্থিতির অনুকূল কবিতার বিষয় ও মেজাজের বৈচিত্র্য তাঁর কবিতাকে

বিভিন্ন স্বাদে সমৃদ্ধ করেছে। যথার্থ উনিশ শতকের মানসিকতায় তিনি গেয় বাক্ হিসেবে এবং নাট্যের অঙ্গ হিসেবে কবিতা লিখেছিলেন। এদেশে কবিতা সেই পরম্পরায় এবং আখ্যান হিসেবে লেখা হত। একক স্বসম্পূর্ণ লিরিক লেখার প্রবণতা আমরা পেয়েছি ইংরেজের কাছ থেকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্য মন্থন করেও এই নবীন প্রবণতাকে গ্রহণ করেননি। এই কারণে তাঁর নাট্যান্তর্গত সংলাপধর্মী কবিতাগুলির মধ্যে নাট্যের অনুষঙ্গ এসেছে।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-রচনা হিসেবে চিহ্নিত বেশ-কিছু গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, জ্যোতিদাদাই তাঁকে প্রমোশন দিয়ে কাব্য-রসাস্বাদন ও রচনার সহযোগী করেছিলেন। গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন পিয়ানোয় সুরের ঝড় তুলতেন তখন গান রচনায় আত্মপর ভেদ ছিল না। এভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই একমাত্র সুরকার যাঁর সুরে কথা বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের সংজ্ঞার্থে এই একটি ব্যক্তির ব্যতিক্রম ছাড়া রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গীতরচনায় সুর রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমনকি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেও আর যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কথায় সুর বসিয়েছেন, তাঁদের সেই প্রয়াস রবীন্দ্রসংগীত হিসেবে স্বীকৃত হয়নি; পঙ্কজকুমার মল্লিক ও শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের গানের বেদজ্ঞ সুরকারেরা তাঁর বাণীতে সুর দিলেও তা রবীন্দ্রসংগীত হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। 'জীবনস্মৃতি'তে কথিত গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী যুগ্ম ও যৌথভাবে গান রচনা করতেন যার সুররচয়িতা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সেই আসরে সৃষ্ট তিনটি গান 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' থেকে এই সংকলনে দেওয়া হল যার দুটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের যুগ্মরচনা এবং একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের যুগ্মরচনা। 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' আঠারোশো সাতানব্বইতে, তেরোশো চারে প্রকাশিত হয় এবং উনিশশো একচল্লিশ, তেরোশো আটচল্লিশ অবধি এর সংস্করণ চুয়াল্লিশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়। শেষ অর্থাৎ একটি সংস্করণ ছাড়া বাকি সব কটি সংস্করণ রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থে "ভাসিয়ে দে তরী" এবং "সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ" গান দুটি কেবল রবীন্দ্ররচনা হিসেবে দেখানো হয়েছে, যদিও এই দুটি গানই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের যুগ্ম রচনা। অধিকন্তু, এই দুটি গানেরই সুর ও স্বরলিপি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের করা হলেও ডিসকে 'কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' হিসেবেই এগুলি অনুমোদিত হয়েছে। এইভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উন্মেষকাল থেকে মুছে ফেলার প্রয়াস দীর্ঘকাল থেকে চলছে।

পত্নী বিয়োগের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আকস্মাৎ ব্যস্ত কর্মজীবন ও যাবতীয় সৃজন তৎপরতা ছেড়ে রাঁচিতে চলে যান এবং সেখানে প্রায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি নিজের সৃষ্টির বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যুগ্মরচনা সম্পর্কে আরও যে-সকল

বিভ্রান্তি পরে তৈরি হয়েছে তারও নিরসন হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সৃষ্টির আনন্দে সৃষ্টি করতেন, নামৈব কেবলম্-এর জন্যে নয়। সজনীকান্ত দাস লিখেছিলেন যে, 'মানময়ী' নাটকের গানগুলি তিনি রবীন্দ্রনাথকে পড়ে শোনালে রবীন্দ্রনাথ "আয় তবে সহচরি" এবং মাত্র আর দুইটি গান নিজের বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথের এমন মন্তব্যে অবশ্য আমাদের সংশয় থেকেই যায়। 'মানময়ী' 'পুনর্বসন্ত' নামে প্রকাশিত হয় প্রায় কুড়ি বছর পরে। 'পুনর্বসন্ত' নাট্যের কিছু গান রবীন্দ্রনাট্যেও দেখা যায় যেগুলি রবীন্দ্ররচনা হিসেবেই প্রকাশিত। অপিচ, 'পুনর্বসন্তের' কিছু গান যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা হিসেবেই মান্য, সেগুলির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের নাট্যরচনায় গান লিখেছিলেন, যেমন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "এসো এসো বসন্ত এ কানন" থেকেই রবীন্দ্রনাথ যে "এসো এসো বসন্ত ধরাতলে" লিখেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এমনকি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বেশকিছু পংক্তি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে প্রয়োগ করেছিলেন, যেমন, "নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ" ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাব্যরচনার অন্যতম তাৎপর্য এই যে, তাঁর বহু রচনাই রবীন্দ্র-রচনার পূর্বপাঠ বলে পাঠকের মনে হবে। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার অঙ্কুর বিকীর্ণ হয়ে আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাব্যে। দুঃখের কথা, গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্যরচনা ছেড়ে দেন। যেহেতু মাত্র কয়েকটি স্বতন্ত্র গীত রচনা ছাড়া তাঁর বাকি কাব্য নাট্যাশ্রিত, এ কারণে তাঁর সৃষ্টির স্রোতমুখও বন্ধ হয়ে যায়। স্ত্রী-বিয়োগের বৈরাগ্য তাঁকে চিরতরে সৃষ্টির জগৎ থেকে, কলকাতার কোলাহল, নাট্যনির্মাণ, সংগীতসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ-সহ যাবতীয় বিষয়ের ব্যাপার থেকে চিরতরে সরিয়ে নিয়ে যায়। শিরোমিতি-বিদ্যা থেকে বিদ্বজ্জন সমাগম, ব্রাহ্মসমাজ থেকে সংগীতসমাজ, বঙ্গীয় নাট্যশালা থেকে জাহাজের ব্যবসা, হিন্দুমেলা থেকে শিকার ও নীলের চাষ, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ফরাসি ও মরাঠি সাহিত্য পাঠ, দর্শন শাস্ত্রচর্চা থেকে চিত্রাঙ্কন, সংগীতরচনা থেকে স্ত্রী-স্বাধীনতা পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ে তাঁর যে আগ্রহ ও তৎপরতা তাঁকে অনবরত সক্রিয় ও স্বতন্ত্র করে রেখেছিল, তা ছেড়ে তিনি চলে গেলেন রাঁচিতে পাহাড়ের উপর শান্তিধামে, যেন বাণপ্রস্থে। লোকে তাঁকে দীর্ঘদিন ভুলে গিয়েছিল। তাঁর রচনাবলীও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। একালের পাঠক এই সংকলনে তাঁর মধ্যে চিরকালের একজন কবিকে পাবেন, এটাই আশা করি।

২ জানুয়ারি ২০০২ শোভন সোম

# সূচিপত্র

## স্বরলিপি-গীতিমালা (১৮৯৭)

ব্রহ্মসংগীত :

ভারত-সংগীত



নাটকের গান :

১
জয়জয়ন্তী, কাওয়ালি

ভাসিয়ে দে, তরী তবে নীল সাগর পরি—
বহিছে মৃদুল বায়, উঠিছে মৃদু লহরী।
ডুবেছে রবির কায়া আধ আধ আধ ছায়া,
আমরা দুজনে মিলি যাই চল ধীরি ধীরি।
একটি, তারার দীপ যেন কনকের টিপ্,
দূর শৈল ভুরু মাঝে রয়েছে উজলি।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
শান্তির ছবিটি যেন কি সুন্দর আহামরি।

২
মিশ্রককুব, কাওয়ালি

ঘ্যানোর্ ঘ্যানোর্ ঘ্যানোর্ ঘ্যানোর্ সেই সে কাঁদুনি,
কি কব সখা কথায় কথায় অভিমান তারি,
সাধ্য কিগো সে মন রাখা।
সারারাত হা হুতাশ ফোঁশ ফোঁশ বহে শ্বাস,
আমি করি এ পাশ ওপাশ চোখে নাইকো ঘুমের দেখা।
ঘাট হয়েছে আর না কেঁদে বাঁচি ছেড়ে দেনা
দিল্লি লাড্ডু আর যেন কেউ পৃথিবীতে খায় না।
সাধ করে গলে ফাঁস চির কারাগারে বাস,
হয়ে পরের ক্রীতদাস পদানত হয়ে থাকো।

# জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের

# শ্রেষ্ঠ কবিতা

শোভন সোম

-সম্পাদিত

ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি-জীবন ছিল এক সম্পূর্ণ প্রতিভার অসম্পূর্ণ বিকাশ। নিজেকে যেমন তিনিও সম্পূর্নভাবে উদ্‌ঘাটিত করেননি তেমনি উনিশ শতকের এই কবির কোনও সদর্থক মূল্যায়নও হয়নি। তাঁকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রিস্তরে গবেষণা হয়েছে, কিন্তু, বাংলার সারস্বত কর্মে তাঁকে স্থান দিতে আমরা বড়ই কুণ্ঠিত থেকেছি। বাংলার নাট্যচর্চায় এই অগ্রণী পুরুষটি আধুনিক নাট্যোদ্যমের পুরোধা পুরুষও ছিলেন। কিন্তু বাঙালির নাট্যচর্চার ইতিহাসেও তাঁকে স্থান দেওয়া হয়নি। আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলায়, বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে এই বিচিত্রমাত্রিক পুরুষটি তাঁর সময়ে উল্লেখনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তাঁকে অকৃতজ্ঞ বাঙালি সমূহ ভুলেছে।

কেবল রবীন্দ্রচর্চাব অনুষঙ্গে তাঁর নামোচ্চারণ করা হলেও রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষে তাঁর ভূমিকার কথা নিম্নস্বরে বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে সকৃতজ্ঞ উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রেরণায়, সুর-সংযোজনে, বিদ্বজ্জনসমাগম উপস্থাপনে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যমী। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় মাঘোৎসবের দায়িত্ব গ্রহণের আগে তা পালন করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। পিতামহ দ্বারকানাথের ব্যবসার অনুপ্রেরণায় জাহাজের ব্যবসায় নেমে অশেষ ক্ষতি স্বীকার করলেও উনিশ শতকের ঘরে-বাইরে নির্বল বাঙালির মনে কর্মোদ্দীপনা তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন। প্রতিপক্ষ ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যবসায় তিনি অসম সাহস নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বিচিত্রগামিনী কর্মধারায় কাব্য-রচনা ছিল একটি ধারা।

কবি হিসেবে তিনি মূলত ছিলেন গেয় বাকের কবি বা বাগ্‌গেয়কার। প্রাচীন পরম্পরার অনুসরণে নাট্য-রচনাকে আশ্রয় করেই তিনি গীত ও কাব্যরচনা করেছিলেন। ভারতে নাট্যশাস্ত্রের বিচারধারায় সকল শিল্পের মূল উদ্দেশ্য হল রসোৎপাদন এবং রসাস্বাদন। নাট্যশিল্পকে তিলোত্তমা শিল্প বলা হয়, কেন না নাট্যেরই অঙ্গ হিসেবে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, কাব্য, সংগীত ইত্যাদি ললিতকলা বিবৃদ্ধি লাভ করেছে। নাটকের বাইরেও তিনি কিছু সংগীত ও ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। নাট্যান্তর্গত নয়, তাঁর এমন সংগীতগুলিও এই সংকলনে দেওয়া হল।

নাটকের তিনটি শ্রেণীতে, বিয়োগান্তক মিলনান্তক প্রহসন তিনি রচনা করেছিলেন। এছাড়া রূপকের দশটি ভেদের অনুসরণে তিনি নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন অনুবাদ করে সংস্কৃত নাটকের সম্পূর্ণ আবয়বিক রূপ দর্শিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ ধরেই সংস্কৃত নাট্য-প্রকরণের ব্যাপারগুলি জানা যায়। সংস্কৃত সাহিত্য তিনি কী গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন,

১১
দেশ, কাওয়ালি

বল আমায় কি হয়েছে!
কে তোরে কি কথা বলেছে,
ওরে, আমার আদরিণী,
কিসের লাগি অভিমান  মুখখানি কেন ম্লান!
ছি-ছি, ও কি! মুছো আঁখি সুধা মুখে,
হাসো দেখি আয় কোলে  আয় মা দে রে চুমি।

১২
বাহার, ঢিমাতেতালা

সব, সখি মিলে গাও ওরে
গাওরে সবে,
এই বিলাস অলস, সরস, বসন্তে
অদূরে বাঁশরি মধুর বাজে ধরে তান,
বিহঙ্গ সবে কত ললিত বিচিত্র স্বরে।

সব সখি মিলে গাও,
ওরে, দেখ পিক-কুল আকুল কুঞ্জে-কুঞ্জে
কুহু-কুহু মুহু-মুহু কুহরে পাপিয়া
ঝঙ্কারে ধীরে-ধীরে সমীর বিহরে
সব বন আকুল চূত মুকুল বাসে
তরুবর পল্লব মর্মরে
হরষে থলথল করে শশী সরসে
মলয়ে মধুময় পরশে,
মন খুলে গাও রে গাও রে।

১৩
ইমন, কাওয়ালি

কেন প্রিয়ে অকারণে, দাও গঞ্জনা!
কি দোষ, তা বল না, তোমা বই জানি না।
তোমার ঐ মুখ-শশী  হৃদি মাঝে জাগে দিবা-নিশি
তা কি জান না, কেন?

জাগরণে তোমাতে থাকি
স্বপনে তোমারি ছবি আঁকি,
কি বলিব নাহি আর বাণী
আর সহে না সহে না মরম যাতনা।

১৪
ইমন, কাওয়ালি

পায়ে পায়ে বাজে রে ঝিনিকি,
ঝিনিকে-ঝিনি-ঝিনি নি.....
বাঁশিতে ডাকে, কেমনে থাকি,
এ পোড়া নূপুর কোথায় রাখিরে
বাজে ঝিনিকি ঝিনিকি ঝি নি নি....।

১৫
ছায়ানট, তেওট

শ্যাম আমার,
নিশিদিন রয়েছে নয়ন ভোরে শ্যাম
বেশ ভূষা সাজ,
সব গৃহ কাজ
ভুলে যাই
শ্যাম শ্যাম কেবলি জাগিছে
অন্তরে শ্যাম।

:৬
বেহাগড়া, একতালা

মরি হায়, কি শোভা আঁখি জুড়ায়
হেরি যুগল রূপের কিবা মাধুরী
সুন্দর শ্যাম ঘন ঘটা রাধিকা
তাহে কনক বিজুরি।

১৭
জোয়ানপুরী-টোড়ী, একতাল

কি সুন্দর প্রভাত রে
দেখ লো আঁখি খুলে আজি,
নাথ আসিবে বনে
কানন সাজে নানা ফুলে।

১৮
মধু মাধবী সারঙ্গ, ঢিমা তেতাল

মধ্যাহ্ন বেলা ঝাঁ-ঝাঁ করে দিক,
দশ বায়স ডাকে নিরালা
খরতর তাপে জর-জর ধরণী
উদাস আকাশে হুতাশ-জ্বালা।

১৯
ভূপালি, কাওয়ালি

আহা কি চাঁদিনী রাত হের লো সখি,
হের লো আকাশ প্লাবিল ভাসিল রে বিমল চন্দ্র করে
আনন্দ উথলিল বিহঙ্গেরা জাগিল,
ঐ ভাবিয়ে প্রভাত।
বুঝি বাজে বাঁশি আসে শ্যাম চাঁদ!
সব সখি মিলি এক তানে গাও লো মঙ্গল গান,
অনিল হিল্লোলে মিশিবে সে তান বাঁশির সাথ।

২০
কামোদ, ধামার

কেমনে যাবো বলো গৃহ মাঝে!
কেমনে এ মুখ দেখাবো, ও সজনি!
হিয়া কাঁপে লো দুরু দুরু ভয়ে লাজে!

২১

কামোদ, তেওট

ও সখি,
আমার কথা তায় বোলো না—বোলো না
বোলো না আমার কথা তায়।
ভালো আছে সে সুখে থাক রঙ্গরসে
মিছে তারে দেবে কেন যাতনা!

২২

ছায়ানট, ঢিমা তেতলা

প্রাণ বড় ব্যাকুল হল,
প্রাণ বড় ব্যাকুল কেন!
এখনো সে না এল সারারাত,
বসে আছি তাহারি আশায়।
কুসুম সাজে সাজিনু কেন
মালতী মালা গাঁথিনু কেন
সব বৃথা হল।

২৩

ইমন্ পুরিয়া, কাওয়ালি

মঙ্গলে ধ্বনি করলো,
আইল গৃহে মম প্রিয়তম নয়ন-রঞ্জন
জীবন জুড়ানো ধন।
কী আনন্দ
মল্লিকা মালতী যূথী বেলা
সুরভি কুসুমে গাঁথি মালা
আজি তাঁর কণ্ঠে দিব পরাইয়ে
ধরা মাঝে উদিবে নবীন বসন্ত।

২৪

বেহাগ, ঢিম তেতাল

আর কেন সে কথা তোলো, সজনি লো!
পুরনো সে কথা ভোলাই ভালো—
আর কি সে ধনে ফিরে পাব,
যা যায় তা যে আর ফেরে না লো!

২৫

বারোয়া-পিলু, ঝাঁপতাল

মন চুরি করিল মধুর কটাক্ষে সে যে
হাসে না সে ভাসে না সে,
শুধু চেয়ে থাকে,
না জানি কি সে ভাবে!
কি মনে তার জাগে
কার অনুরাগে
সে অমন করে!
যায় ধীরে চায় ফিরে।
ফিরে ফিরে দেখে।

২৬

খাম্বাজ, মধ্যমান

আর কি তারে পাবো নারে
এ জনমে বুলি দেখালো গৃহ।

২৭

ইমন, আড়াটেকা

কি হবে এ জীবনে
কি হবে এ জীবনে
সেই ধন বিনে কি
সঙ্গের সঙ্গী যারা
কে কোথা চলে গেল ফেলিয়ে মোরে
শূন্য ভবনে।

২৮

সুরট, তেওট্

ম্লান মুখ কেন, বল প্রিয়ে বল,
ম্লান মুখ কেন নাহি আর হাসি
সবেতে উদাসী আঁখি ছল-ছল ;
কি দুঃখে দুঃখী তুমি
কি অভাব আছে শুনি
আমি ভেবে মরি, না জানি কি হল।

২৯

শ্যাম, একতালা

সে যে এসেছে লো,
সে এসেছে,
সেই চির মধুর উজ্জ্বল সুন্দর মুরতি
হৃদি-মাঝে যার ছবি আঁকা
রয়েছে লো সে যে।
বাতায়নে এক মনে চেয়েছিনু পথ পানে
তাহারি ধেয়ানে
অমনি দেখিনু সে যে উদয় হয়েছে
সখি লো সে যে।

৩০

লুম ঝিঁঝিট, ঠুংরি

কি করি সজনি সে
কি হবে এ ছার জীবনে
কি হবে এ যৌবনে তাই
ভাবি দিবা রজনী
যা তুই যা লো যা তুই
সখি জেনে আয়
সে আমায় মনে করে কি
আর যে মন প্রবোধ না মানে
আর যে পারিনে লো

যা এখনি
কার সঙ্গে রঙ্গে মজিল রে
না জানি কে সে রঙ্গিণী তার
অলকে না পলকে কোন কুহকে সে
ভুলিল রে বল শুনি।

৩১
যোগিয়া, কাওয়ালি

মুরলী কি গুণ জানে ভাবি
তাই মনে কেমনে হরিল সকলি ঐ
আমার বলি হেন কিছু নাহি আর
সব দিনু জলাঞ্জলি ঐ
আমি অবলা অসহায়,
দেখো যেন আমারে যেও না ছলি ঐ।

৩২
ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, খেমটা

সে প্রেম কোথা রে এখন
বিষ ফোড়া যেন অবিরত
করত রে টন্ টন্?
কোথারে সে কোকিল কূজন
কোথা সে নিকুঞ্জ বিজন,
কোথা রে সে চাঁদের কিরণ
ভ্রমর গুঞ্জন।
এখন ফুল ঝরেছে আছে কাঁটা
রস নাইকো শুধু ভাঁটা
শুকিয়ে মাটি ফুটি-ফাটা
এ কি রে বিষম।
মোহের ঘোরে আহা মরি
দেখতেম তারে অপসরী
তখন সে আসমানের পরী
এখন শুধু পরিজন।

৩৩

পূরবী, খেমটা

জঙ্গলা কখন পোষ মানে না।
প্রেম কোরো না কোরো না কোরো না সখি বিদেশির সনে॥
উড়িল সে হায়,     ফিরে নাহি চায়,
আমি পিছে যাই,     পাগলিনী প্রায়,
আয় আয় করি বৃথা, ডেকে মরি অন্তরে।
চাতুরি না শোনে কানে॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বরলিপি-গীতিমালা'র তৃতীয় এবং শেষ সংস্কবণ হুবহু প্রথম সংস্করণ অনুসবণে ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ লিঃ থেকে প্রকাশিত হয় চারখণ্ডে : প্রথম খণ্ড (১৩৪৮), দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৪৮), তৃতীয খণ্ড (১৩৪৮), চতুর্থ খণ্ড (১৩৪৯)। এই চারটি খণ্ডে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট ৩৩টি গানই (তৃতীয় খণ্ডের ৩২টি গান ও চতুর্থ খণ্ডের 'জঙ্গলা কখনো পোষ মানে না' গানটি) এই গ্রন্থে গৃহীত হল। এই ৩৩টি গানের মধ্যে দুটি গান 'ভাসিয়ে দে তরী তরে নীল সাগর পরি' ও 'সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং 'ঘ্যানোর ঘ্যানোর ঘ্যানোর সে কাঁদুনি' গানটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগ্মভাবে রচিত। এ-তিনটি গানের স্ববলিপি-ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্য সমস্ত গানেরই স্বরলিপি এই সংকলনে প্রদত্ত হল।

## [ স্ব র লি পি ]

### ভূপালী—কাওয়ালি

**কথা :—গ্রন্থকার**

০।২

।২´।৩।০।১।

সা রসা || সা -্সা | -্া পা | পা ্সা সা -ৰা

চ রণে || বা ০০ ০ জে আ হা০ কি ০

| গা পপা | মা -পা | মা মগা | রসা সরা |
| য ধু০ | য ০ | আ হা০ | বা০ থে০ |

| পগা পপা | পগা পপা | পগা পগা | পপা পমা |
| রুণি ঝুনি | রুণি ঝুনি | ঝুনি রুণি | ঝুনি রুণি |

| মমা মধা | ধপা পপা | পগা মগা | রসা রসা ||
| ঝন ক,ঝ | নক ঝন | নন মন | ন,চ রণে ||

|| পগা পধা | র্সর্সা র্সর্রা | র্গর্গা র্মর্গা | র্গর্রা র্সা |
|| সব সখি | ঘিরি ঘিরি | হাতে হাতে | ধরি রে |

| র্সর্রা র্সর্সা | ধধা পপা | পধা -পপা | -পমা -সমা |
| নাচে কিবা | সু০ ন্দর | না০ ০০ | ০০ চে০ |

| পপা পা | পা পপা | পা পমা | পমা পমা |
| কত র | ঙ্গে তাব | ত ঙ্গে০ | বন মালী |

| পমা পমা | পপা পমা | মা সসা | র্সর্সা র্সর্সর্সা |
| কর তালি | দেয়, স০ | ঙ্গে, তাহে | বাম মদন |

| র্সধা ধর্সা | ধধা পপা | পপা মগা | রসা রসা |১৮
| ঝন নন | আরো বাজে | ঘন ঘন | রে,চ রণে |

# ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

৩।২

। ॰ । ১ । ২´ । ৩ ।

কথা :—গ্রন্থকার

। । । । । । । । । । । সা -া ন্া -া । সা -া সা -া ॥
প্রে ০ মে র । ক ০ থা ে

সা -ন্া রা সা । রা -া -া -া । সা -ন্া সা গা । গা -া -া -া ।
আ র্, বো লো । না ০ ০ ০ । আ র বো লো । না ০ ০ ০

সা -ন্া সা মা । মা -া -া -া । গা রা গা রা । সা -া -া ধ্া ।
আ র্, ভু লো । না ০ ০ ০ । ক ম' গো, স । খা ০ ০ ০

ধ্া -প্া ধ্া -প্া । ধ্া -া প্া -া । সা -া ন্া -া । সা -া -া -া ॥
ছে ০ ড়ে ০ । ছি, ০ স ব্ । বা ০ স ০ । না ০ ০ ০

পা -া মা -া । পা -া পা -ধপা । মা -পা মপমা -া । গা -া সা -া ।
তা ০ ন ০ । থা ০ ক ০০ । সু ০ খে০০ ০ । থা ০ ক ০

রা -া -া -া । । । । । । রা গা রা -া । । । । । ।
হে ০ ০ ০ । । আ মা রে ০ ।

রা গা মা পা । মপমা -া -া -া । গা রা গা রা । সা -া -া ধ্া ।
দে খা, দি ও । মা০০ ০ ০ ০ । দে খা, দি ও । না ০ ০ ০

| ধ্া ধ্া ধ্া ধ্া | ধ্া -া প্া -া | সা -া ন্া -া | সা -া -া -া ||
| নি বা নো ০ | অ ০ ন ল | জ্বে ০ লো ০ | না ০ ০ ০ ||

| পা পা মাঃ -পঃ | রপা সা সা সা | ন্া ন্া সা সরা | ন্সা ধ্া ধ্া ধ্া |
| হে থা আ জ্ | কে০ ন, তু মি | এ, যে, গো, শ্ম০ | শা০ ন, তু মি |

|| { ধ্া সা ধ্া সা | সা রা সা রা | পা -া -া -া | পমা -পধা -পমপা -রসা } ||
|| { এ তো নয় সে | প্র মো দ, উ | দ্যা ০ ০ ন্ | হে০ ০০ ০০০ ০০ } ||

|| { রপা -মা পা -া | মা মা পা -া | মা পা মা পা | মপা মা পা -া || }
|| { যা০ ও, যা ও | স খা যা ও | কে ন, পু ন | দে০ খা দা ও || }

| সা -রা রা -া | ধ্া -সা সা -া | রা পা মা পা | রা সা ন্ধ্া -া |
| আ র্, নয় ০ | আ র, ন য় | মা য়া, মো হ | অ ব সা০ ন |

|| { ধ্া সা ধ্া সা | সা রা সা -রা | পা -া -া -া | পমা -পধা -পমপা -রসা } ||
|| { ম নে রে, ক | রে ছি, পা ০ | ষা ০ ০ ণ্ | হে০ ০০ ০০০ ০০ } ||

|| { পা পা মাঃ -পঃ | মপাঃ -রঃ সা -া | ন্া ন্া সা -রসা | ন্া -সন্া ধ্া -া } ||
|| { ক ম গো ০ | ন ০ খা ০ | ক ম গো ০০ | ন ০০ খা ০ } ||

|| { ধ্া ধ্া ধ্া ধ্া | ধ্া -া প্া -া | সা -া ন্া -া | সা -া -া -া } ||।।
|| { বো প ব ত্তে | যা ০ বা ০ | দি ০ রো ০ | না ০ ০ ০ } ||

## ভৈরব—কাওয়ালী

২।৩

।১।২´।৩।০।

কথা :—গ্রন্থকার

|গা || মা পমগা | গা ঋা | সা সণ্া | সণ্া দ্দ্া |
|কৈ || এ লো০০ | কৈ, এ | লো, সে০ | আর কৈ০ |

| সণ্া সা | সমা মসা | গা মা | পদা ণদা |
| এ০ লো | ঐ০ দেখ | পূ র্ব্ব | গগ নে০ |

| পপা দা | পর্মা : মপগা | গমপা মমা | গঋা -সা |
| তরু ণ | অরু ণ০০ | কি০০ রণ | ছে০ ০ |

| -গা -া | সা র্সা | -া ণণা | ণদা পা |
| ০ যে | খি হ | ০ দয় | কু০ ঞ্জে |

| পদা ণদপা | পদপা -মপমা | মগা গগা | গমঃসঃ পা ||
| কু০ ঞ্জে০০ | গা০০ ০০য় | চল সখি | চল ০ "কৈ" ||

১
||| দা দা | ণা র্সা | র্সণা র্সা | ণা র্সণা |
||| এ কে | এ কে | স০ ব | তা যা০ |

| র্সা ণদা | দা -পদা | -পা -মগা | -মা -পমা |
| মি ভি০ | দ ০০ | ০ ০০ | ০ ০০ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -পা | পা | মা | -ণদা | র্সণা | র্সা | র্সা | র্সঋা |
| ০ | ম্লা | ন | ০০ | শ০ | শি | অ | স্তে ০ |
| র্সা | ঋর্সা | ণদা | পা | দপা | মগা | পা | মগা |
| গে | ল ০ | কৈ০ | সে | এ ০ | লো০ | কৈ | সে০ |
| ঋসা | সা | সমা | গমা | ণদা | -ণা | -া | র্সা |
| এ ০ | লো | সা০ | থের্ | সা০ | ০ | ০ | শা |
| -া | র্সা | ঋর্সা | ণদা | পমা | মগা | মা | গা ‖ |
| ০ | শু | কা০ | লো০ | শু০ | কা০ | লো | "কৈ" ‖ ১০০ |

## কেদারা—মধ্যমান

কথা :—গ্রন্থকার

৪।৷

। ০ । ১ । ২´ । ৩ ।

| ০ | | | | ১ | | | | ২´ | | | ॥ | ৩ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ॥ র্সা | -া | না | -া | ধপহ্মপা | -ধনা | -হ্মধপা | -মগা | হ্মপা | -হ্মপা | -ধা | -হ্মপা | মা | -পা | গা | মা |
| কি | ০ | সু | ০ | ধা০০০ | ০০ | ০০০ | ০০ | গু০ | ০০ | ০ | ই০ | ম | ০ | দি | র |
| মা | -ধা | -হ্মা | -পা | -গা | -মা | -রা | সা | -া | সসা | সা | মা | -মপা | পা | পা | পা |
| ন | ০ | য় | ০ | ০ | ০ | ০ | নে | ০ | মম | হৃ | দ | ০০ | আ | কু | ল |
| পহ্মা | -া | পা | -া | হ্মপা | -ধনা | -হ্মধা | -পা | র্সা | না | -ধা | পধা | ধনধা | -পা | -হ্মধা | পা ‖ |
| লো০ | ০ | ভে | ০ | ধা০ | ০০ | ০০ | র | তা | হা | ০ | ০রি | পা০০ | ০ | ০০ | নে ‖ |

৩

৩
|| পা পা পা পা | র্সা -না র্সা র্সা | -া র্সা -র্মা -া | র্রা -র্সা -া র্রা |
|| ম য় তে, কি | ব ০ য় গে | ০ কো ০০ ০ | থা ০ য়, আ |

| র্সা -া -া -া | র্সর্সা -ধা -পা -া | ক্ষা -পা -ধা পা | মা -া পা -া |
| ছি ০ ০ ০ | ০০ ০ ০ ০ | আ ০ ০ নি | নে ০ ০ ০ |

| -া পা মা -পা | -জ্ঞা পা -া মা | -া -পা মা -পা | গমা রা -া -সা |
| ০ মৃ দু ০ | ০ ল ০ ঘো | ০ ০ হে ০ | য়,০ ঘো ০ র্ |

| সা সা সা -মা | -া পা পা পা | ক্ষপা ক্ষপা ধনা -ক্ষপধপা |
| লা গি ল ০ | ০ অ ব শ | অ০ ল০ স০ ০০০০ |

| র্সা নধা -পা -ধা | -না -ধপা -ক্ষধা পা || ১০১
| প রা০ ০ ০ | ০ ০০ ০০ শে ||

## কেদারা—মধ্যমান

৪|৩

| ১ | ২´ | ৩ | ০ |

কথা :—গ্রন্থকার

[ -া -া ]

| া া া ধা || পা মপা মা -া | পা -া র্সা -া | -নর্রা র্সা নধপা -া |
| আ || হা, কি০ র ০ | প ০ হে ০ | ০০ রি হু০০ ০ |

| -া -া -া মপা | -া মা -া -পমপধা | পমপা -মা -া -া | রা -া সা -া |
| ০ ০ ০ ০য | ০ ম ০ ০০০০ | যো০০ ০ ০ ০ | হি ০ ল ০ |

| -া সসা মা -া | মপা পজ্ঞা পজ্ঞা পা | -া -া -া পা | পমপা -ণর্সা -ঋা ঋঋা |
| ০ স্বপ নে ০ | দে০ খা০ দি০ য়ে | ০ ০ ০ কো | থা০০ ০০০ ০ লুকা |

| র্সণধা -পজ্ঞা -পা ধা || পা পা পা -র্সা | -া ঋা র্সা র্সা | র্সা -র্সা ঋা র্সা |
| ন০০ ০০ ০"আ" || কে ন রে ০ | ০ জা গি লি | কি ০ ধ ন |

| র্সা র্সা ণর্সা -া | -ধা -া পা -া | মা পা -জ্ঞা পা | ধা পমা পমা -পা |
| হা রা লি০ ০ | ০ ০ হা য় | স্ব প ০ ন | মৃ র০ ছি০ ০ |

| পমা -ঋা সা -া | সা মা -পা -পা | -জ্ঞা -পা -া -া | পা পা -মা -পা |
| আ০ ০ মা র্ | কো থা ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | মি লা ০ ০ |

| -ধা -ণা -র্সা -ঋা | র্সা -ণধা -পজ্ঞা -া | -পা -া -া ধা || ১০২
| ০ ০ ০ ০ | ন ০০ ০০০ | ০ ০ ০ "আ" ||

## গান্ধারী-তোড়ী—মধ্যমান

৪।৩

| ১ | ২´ | ৩ | ০ |

কথা :—গ্রন্থকার

১

| া ঋমাঃ -মঃ মা || -পদদা -পপদণা পা মজ্ঞঋজ্ঞা | মা পা -া ণদা |
| কোমে লি মা || ০০০ ০০০০ বা তো০০০ | রা রা ০ আন |

| -দণা পা -া দা | পদাঃ পঃ পা দা | মা পা র্সা -া | পা মা -জ্ঞজ্ঞা মপা |
| ০০ ন্দে, ০ ব | ন, ব ন, ম ন | য়, ব হে ০ | অ ক ০০ ফুল |

| মা -জ্ঞা -ঋসা -ঋা | সা ঋমাঃ -মঃ মা || া মমা ণদা ণা | র্সঋা র্সা র্সা র্সণা |
| গ ০ ০০ ০ | ন্ধে "কোয়ে লি য়া" || এস রা,০ শু | ক০ রে, মু ক০ |

| র্সর্সা -া র্জ্ঞর্জ্ঞা -র্জ্ঞর্ঋা | র্সা ণর্সা ণদা পপা | মজ্ঞা -ঋা সসা -া | জ্ঞা ঋাঃ ঋঃ র্সা |
| রে০ ০ কু০ ০০ | ঞ্জে চুত মু০ ঞ্জরী | কি,সু ০ ন্দর ০ | কো থা প্রি য়ে |

| ণদা দপা মা -মদপমা | জ্ঞঋসা ঋমাঃ মঃ মা || ১০৩
| এ,হে ন,ব স ০০ ০০ | ন্তে০ ০ "কোয়ে লি য়া" ||

## সিন্ধুকাফি—মধ্যমান

৪|৩

|০|১|২´|৩|

কথা :—গ্রন্থকার

|| সসা ঋা ঋঋা মজ্ঞা | -া -া -া -া | মা মা মা পা | -া -া -া -া |
|| ছেড়ে দে ছেড়ে দে০ | ০ ০ ০ ০ | আ মার পা খী | ০ ০ ০ ০ |

| পধা পা মা পা | -ঋপা -ঋপমপা মা মা | -া -া -া -া | -পমজ্ঞঋা -সা -া -া ||
| আ০ মার, সা ধে | ০০ ০০০ র্‌. পা খী | ০ ০ ০ ০ | ০০০০ ০ ০ ০ ||

|| পা র্সণা র্সা র্ঋা | র্সা ণধপা -ধণর্সা -া | ণা র্সা -া -া | -া -া -া -া |
|| বল্‌, কে০ তো মা | রাখ্‌ ০০দি ০০০ ০ | দ রে' ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

| মা -া -া -া | পধা ণর্সা -া -া | ধণধা পধপা মপা মজ্ঞা | -জ্ঞরজ্ঞরা -সা -া -া ||
| ০ ০ ০ ০ | অব লায়ে ০ ০ | দিস্০ নে০০ কাঁ০ কি০ | ০০০০ ০ ০০ ||

|| মা মা পা ধা | ণা র্সা -র্রসা -া | না র্সা -া -া | -া -া -া -া |
|| বাঁ ধা ছি ল | প্রেম্ শি ০০ ০ | ক লে ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

| ণধা ণা র্সা র্রা | র্রা র্রা -র্রর্মজ্ঞা -া | -র্রা -র্সা নর্সর্রা -র্সা | -র্সণধা -পা -া -া |
| কে, তা রে, নি | লে গো ০০০ ০ | ০ ০ ছ০০০ লে' | ০০০ ০ ০ ০ |

| পা র্সনা র্সা র্রা | র্সা ণধপা ধনর্সা -ার | না র্সা -া -া | -া -া -া -া |
| কো থা০ গে ল | দে গো০০ ০০০ ০ | ব লে' ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

| মা -া -া -া | পধা ণা র্সা -া | ধণধা পধপা মপা মজ্ঞা | -জ্ঞরজ্ঞরা সা -া -া ||
| ০ ০ ০ ০ | হৃৎ,পি ঞ্জ রে ০ | ধ০০রে,'০০ রা০ খি০ | ০০০০ ০ ০০ ||

|| মা মা পা ধা | না র্সা -র্রর্সনা -া | র্সা -া -া -া | -া -া -া -া |
|| দে খা পে লে | এ ক ০০০ ০ | বা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ র্ |

| ণধা ণা র্সা র্রা | র্রা র্রা -র্রর্মজ্ঞা -া | -র্রা -র্সা নর্সর্রা র্সা | -র্সণধা -পা -া -া |
| ক ভু কি, ছা | ড়ি ব ০০০ ০ | ০ ০ আ০০ ০ | ০০০ ০ ০ র্ |

| পা র্সনা র্সা র্রা | র্সা ণধপা -ধনর্সা -ার্ | না র্সা -া -া | -া -া -া -া |
| চো খে,০ চো খে | রাখ্ বো০০ ০০০ ০ | তা রে ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

| মা -া -া -া | পা -ধা ণা র্সাণ | ধণধা পধপা মপা মজ্ঞা |
| ০ ০ ০ ০ | আ র্ কি, মু | দি০০ ব০০ খাঁ০ খি০ |

| -জ্ঞরজ্ঞরা -সা -া -া || ১০৪
| ০০০০ ০ ০ ০ ||

## দেশ—কাওয়ালী

কথা :—গ্রন্থকার

১ | ২
| ০ | ১ | ২´ | ৩ |

|| ররা মা | পা ননা | র্সা র্সা | ণর্রা র্সণা |
|| বল্, আ | মায়, কি, হ | য়ে ছে | কে, তো রে কি |

| ধপা মপা | রা ণণা | ধধা ধণধা | পমা পরা ||
| কথা বলে | ছে ওরে | আ মার্ | আদ রিণী ||

|| মপা ননা | র্সর্সা র্সা | র্সর্সা র্সনা | র্সর্সা র্সা |
|| কিসের লাগি | অভি মান্ | মুখ খানি | কেন ম্লান্ |

| ণর্সা র্রর্রা | র্রা র্মর্মা | র্রা র্সা | ণণা ধণা |
| ছিছি ও | কি, মুছো | আঁ খি | সুধা মুখে |

| ণপা মমা | রমা মমা | পর্সা পা | পধা পমা || ১০৫
| হাসো দেখি | আর কোলে | আর মা | মেয়ে তুমি ||

## বাহার—চিমাতেতালা

কথা :—গ্রন্থকার

৩|৩

| ০ | ১ | ২ | ৩ |

|| ধণা পা মা মা | পধা -পমপা মজ্ঞা -মা | ণধা- ণধা -ণা -া | র্সা -া -া -া ||
|| স ব, স খি | যি ০ লে ০ | গা ০ ০ ও | রে ০ ০ ০ ||

| র্সা -া -া -া | ণধা ণধা ণা র্সা | ণা ধা ধা ণধা | -ণা পপা মা পা |
| গা ০ ০ ও | রে০ ০০ স বে | এ ই, বি লা০ | ০ স, অ ল স |

| মা মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা | রা -া সা -া | সমা -া মা -া | পা পা পা পা |
| স র স, ব০ | স ০ ন্তে ০ | অচ্ ০ রে ০ | বা শ রী, ম |

| পা -র্সা -া র্সা | ণর্সা -া ণা -ণা | ণা -া ণা -া | ণা -া -র্সা -া |
| ধু ০ ০ র | বা ০ জে ০ | ধ ০ রে ০ | তা ০ ০ ন্ |

| র্সা ণর্রা -া -র্সা | র্সা র্সা ণধা ণা | র্সা র্সা র্মজ্ঞা র্জ্ঞা | র্মর্জ্ঞর্মা র্রা র্সা র্সা |
| বি হ ০ ঙ্গ | স বে, ক ত | ল লি ত, বি | চি০০ ত্র, স্ব রে |

| ধণা পা মা মা | ধা -পমপা মজ্ঞা -মা | ণধা -ণধা -ণা -া | র্সা -া ধা ধা |
| স০ ব, স খি | যি ০০০ লে০ ০ | গা ০০ ০ ও | রে ০ দে খ |

| মা ধা ধা ণা | ণা -র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -া | র্সা -ণা র্সা -া |
| পি ক, কু ল | আ ০ কু ল | কু ০ জে ০ | কু ০ জে ০ |

| পা পা র্রা র্রা | র্সা র্সা র্রা র্রা | পা পা র্সা -া | পপা -া পা পা |
| হু হু, হু হু | হু হু হু হু | হু হু রে ০ | ০ ০ পা পি |

| র্সা -র্রা -র্জ্ঞা -র্রা | -র্রা -র্জ্ঞা -র্রা -র্সা | -র্রা র্সা -পা -পা | পা -র্সপা র্সা -া ||
| য়া ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ব জা০ রে ০ ||

২´
|| সা -া মা -পা | মা -পা মজ্ঞা -া | সা পা -া পা | পা পা র্সা -া |
|| বী ০ রে ০ | বী ০ ´রে০ ০ | ব বী র ০ | বি হ রে ০ |

| -া -া পা পা | র্সা র্রা র্সা- পা | পা পা পা র্সা | র্সর্জ্ঞা -র্জ্ঞর্মা র্রা র্সা |
| ০ ০ স ব | ব ন, আ ০ | হু ন, চু ত | ব ০০ ফু ল |

| ধপা -পা পা -া | সা সা সা সা | মা -া মা মা | পা -া পা পা |
| বা০ ০ সে ০ | ভ ক ব র | প ০ র ব | ম ০ র্ম রে |

| পা পা পা -া | পা পা পা পা | পা পা র্সা র্সা | র্সা পা র্সা -া |
| হ র ষে ০ | ভ ন থ ন | ক রে, শ শি | স র সে ০ |

| পা র্রা র্সা র্সা | র্রা র্রা র্রা র্সা | পা পা র্সা -া | ধপা পা মা মা |
| ম ল রে র | ম ধু ম র | প র শে ০ | ম০ ন খু লে |

| পা -পমপা মজ্ঞা -মা | ধপা -ধপা স -া || ১০৬
| গা ও০০ রে০ ০ | গা ও০ রে ০ ||

## ইমন্‌—কাওয়ালী

৩।২

। ॰ । ১ । ২´। ৩ ।

কথা :—গ্রন্থকার

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| । গগা | গমা | গরা | সরা | গমা | পজ্ঞা | পা | -া [-া] ধা |
| কেন | প্রিয়ে | অকা | রণে, | দাও | গঞ্জ | না | ০ কি,দো |
| পা | রা | মগা | রসা | গমা | গরা | সা | নধা |
| ষ, | তা' | বল | ০না | তোমা | বই | জা | নিনা |
| গগা | গগা | গমা | গরা | গমা | ধা | -ধপা | ররা |
| তোমার | ওই | মুখ | শশি | হৃদি | মা | ০ঝে | জাগে |
| গমা | পপা | রা | গমা | গরা | সা | -া | গগা |
| দিবা | নিশি | তা | কি০ | জান | না | ০ | "কেন" |
| গগা | পপা | ধনা | ধা | র্সা | র্সর্সা | -া | র্সর্রা |
| জাগ | রণে | তোমা | তে | থা | কি০ | ০ | স্বপ |
| র্গর্মা | র্গর্গা | র্রর্সা | র্সনা | -নপা | ধনা | ধা | পপা |
| নে,তো | মারি | ছবি | আঁ০ | ০ কি | কি,ব | দি | ব০ |
| মগা | রসা | সধা | পা | ধা | -র্সা | ধপা | পধা |
| নাহি | আর | বা০ | ণী | আ | র্ | সহে | না০ |
| নধা | পরা | মগা | রসা | সা | ন্‌রা | সা | গগা |
| সহে | না ০ | ব০ | রষ | যা | ত০ | মা | "কেন" |

৪

১০৭

## ইমন্‌—কাওয়ালী

৪।৩

। ০ । ১ । ২´ । ৩ ।

কথা :—গ্রন্থকার

||| { সা রা -া -গা | -রা গা -পা পা | পা -ধা হ্মা -পা | গা- রা -সা -া } |
||| { পা রে ০ ০ | ০ পা ০ রে | বা ০ জে ০ | রে ০ ০ ০ } |

| রা গা রা সা | সা সা সা সা | রা গা রা রা | সা সা সা সা ||
| ঝি নি কি, ঝি | নি কি, ঝি নি | ঝি নি নি নি | নি নি নি নি ||

| র্সা -া র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -া | না -া না ধা | না -া ধা -পা |
| বাঁ ০ শি তে | ডা ০ কে ০ | কে ০ ম নে | থা ০ কি ০ |

| র্সা র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা র্সা | র্সা -া না -ধা | না -া ধা -া |
| এ পো ড়া ০ | নূ ০ পু র | কো ০ থা য় | রা ০ খি ০ |

| পা -া পা পা | পা ধা পা হ্মা | গা গা পা পা | পা ধা পা হ্মা |
| রে ০ বা জে | ঝি নি কি, ঝি | নি কি, ঝি নি | নি নি নি নি |

| গা রা সা -া || ১০৮
| নি নি নি ০ ||

# ছায়ানট—তেওট

কথা :—গ্রন্থকার

৩—৪।২

। ০ । ১ । ২´ । ৩ ।

০ ১ ২´

| া া া পধা ‖ ধা পা -া | -র্মা -পা -মা পমগা | -গমা -র্মা -সা ‖
| শ্যা০ ‖ ম, আ ০ | ০ ০ ০ মা০০০ | ০০ ০ র্ |

৩

| সা সা গা মা | পমা ধা পা | পা পা -া পধা | ধা -র্রা র্সা |
| নি শি দি ন | র০ য়ে ছে | ন য় ০ ন০ | তো ০ রে |

৩

| -া -ধা -পা পধা ‖ পা পা পা পা | র্সা -া -র্সা | র্সা ধা র্সা র্রা |
| ০ ০ ০ "শ্যা"০ ‖ বে শ, ভূ ষা | সা ০ জ্ | স ব, গৃ হ |

| র্রর্গা -র্রা -র্সা | র্সর্রা -না -ধা ধনা | না -ধা -পা | -পজ্ঞা -পা -া -া |
| কা ০ জ্ | ভু০ ০ ০ লে০ | যা ০ ০ | ০০ ০ ০ ই |

| সা -া সা | পা -া -পা পা | পজ্ঞা ধা পা | পা পা পা পধা |
| শ্যা ০ ম | শ্যা ০ ০ ম | কে০ ব লি | জা পি ছে, অ০ |

| -া -র্রা র্সা | র্সা -ধা -পা পধা ‖ ১০৯
| ০ ০ ব | রে ০ ০ "শ্যা"০ ‖

## বেহাগড়া—একতালা

কথা :—গ্রন্থকার

১।৩

।১´।২।৩।

| া ননা ॥ র্সাঃ -নঃ | ধধা ধা | পমা ধধা | ধপমগা -পমা |
| মরি ॥ হা য় | কি, শো ভা | ০০ আঁখি | জুড়া০০ য়০ |

| পমা পা | -রা -সা ॥ সসা গমা | পা -া |
| হে০ রি | ০ ০ | যুগ ল, রূ | পে ০ |

| -া র্সর্সা | নর্সা -ধনর্সা | না ধা | -পা ননা ॥
| র্ কিবা | মা০ ০০০ | ধু রী | ০ "মরি" ॥

২

॥ া পা | র্সর্সা র্সা | -া র্সর্সা | র্গা র্র্সা |
॥ সু | নব শ্যা | ০ ম০ | ঘ ন০ |

| র্সা নধা | -র্সনা ধা | -পা পা | -ধধা ধা |
| ঘ টা০ | ০০ ০ | ০ রা | ০ধি কা |

| -া ধধা | ধা না | র্সা নধা | পা ননা ॥ ১১০
| ০ তাহে | ক ন | ক, বিজু | রী "মরি" ॥

## জোয়ানপুরী-টোড়ী—একতালা

কথা :—গ্রন্থকার

২।৩

। ১´। ২। ৩।

॥

॥ রা মজ্ঞজ্ঞা । রসা রসা । ন্া সা । -রা মা ।
কি সু০০ ন্দ০ র০ প্র ভা ০ ত

। -পদা -মপা । মজ্ঞা জ্ঞর-সরা । দপা মা । -ণদদা ণর্সা ।
০০ ০০ রে০ ০০ দেখ লো ০০০ আঁখি

। র্সণদা পমজ্ঞরসা ॥ ৩ । ণদা । র্সর্সা ণণা । র্সা -া ।
খু০০ লে০০০০ ০ আ জি, ০ না০ থ ০

। র্সণা র্সণা । র্সর্রজ্ঞা র্রর্সা । র্সর্রণা দপমা । পা পপা ।
আ০ ০০ গি০০ বে০ বো০০ লে০০ কা০ নন

। পর্সা র্সণা । দপা মা । মপমা জ্ঞরসা ॥ ১১১

## মধু মাধবী সারঙ্গ—ঢিমা তেতালা

কথা :—গ্রন্থকার

৪।৩

। ১। ২´। ৩। ০।

২´ ॥

সম্রা ন্সা ন্া ন্সা । -ম্রা মা -া -া । মপা মপা -পা পা । পমা -রা রা পা ।
৩ ধ্যা০ হু, বে০ ০ন্ না ০ ০ বাঁ০ বাঁ০ ০ ক রে০ ০ দি ক

| পমা -রা -া -সা | ণ্সা -রমা -পণা -র্সণা | পণপা-মপমা-রমরা সা | ণ্সরা-মপণা পমরা সা ||
| দ০ ০ ০ শ্ | বা০ ০০ র০ সু০ | ভা০০ ০০০ ০০০ কে | নি০০ ০০০ রা০০ দা ||

৩
|| া া মা পা | ণা ণা র্সণা র্সর্সা | র্সা র্রা র্সা ণা | -মা র্সা ণর্সর্রা র্রা |
|| খ র | ত র তা০ পে০ | জ র জ র | ০ থ র০০ ণী |

| র্সা -র্রা -র্সা র্রা | র্সণা পা -ণা র্সা | র্রর্সা ণপা -মরা সা | ণ্সা -রমা -পণা -া |
| উ দা ০ স | আ কা ০ শে | হ০ তা০ ০০ শ | বা ০০ ০০ ০ |

| পণা -পমা -পমা -রমা | রা- -া -া -সা || ১১২
| দা ০০ ০০ ০০ | ০ ০ ০ ০ ||

## ভূপালী—কাওয়ালী

০|৩
।০।১।২।৩।

কথা :—গ্রন্থকার

|| ধপা ধা র্সা -া | ধা ধা পা -া | পা পা রা -পা | -রা -া সা সা |
|| আহা কি চা ০ | দি নী, যা ভু | হে র লো ০ | ০ ০ স খি |

| ধপা ধা র্সা -া | ধা ধা পা -া | পা পা রা -পা | -রা -া পা পা |
| আহা কি চা ০ | দি নী, যা ভু | হে র, লো ০ | ০ ০ আ কাশ্ |

| ধা | ধা | পা | -া | পা | পা | পা | পা | জ্ঞা | পা | জ্ঞা | পা | -জ্ঞা | সা | সা | সা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্লা | বি | ল | ০ | জা | গি | ল, | রে | বি | ম | ল, | চ | ০ | ন্দ্র, | ক | রে |

| সা | -া | সা | সা | সা | সা | সা | সা | -সা | -জ্ঞা | -ণ্া | -সা | -ণ্া | -ণ্া | -ণ্া | -প্া |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আ | ০ | ন | ন্দ | উ | থ | লি | ল | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |

| ণ্া | সা | সা | জ্ঞা | পা | পা | পা | -া | জ্ঞা | পা | জ্ঞা | জ্ঞা | সা | -া | -া | -া |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বি | হ | ঙ্গে | রা | জা | গি | ল | ০ | ভা | বি | য়ে, | প্র | ভা | ০ | ০ | ত্ |

| ধা | -পা | ধা | ধা | ধা | পা | পা | পা | পা | পা | পা | পা | পা | -জ্ঞা | -সা | -া ‖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঐ | ০ | বু | ঝি | বা | জে, | বাঁ | শী | আ | সে, | শ্যা | ম | চাঁ | ০ | ০ | দ্ ‖ |

২´

| ‖ পা | -া | পা | ধা | র্সা | -া | র্সা | র্সা | র্সা | -া | -া | ধা | র্জ্ঞা | -া | র্সা | -া |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‖ স | ০ | ব, | স | খি | ০ | মি | লি | এ | ০ | ০ | ক | তা | ০ | নে | ০ |

| ধা | র্সা | র্সা | -র্জ্ঞা | র্জ্ঞা | -র্সা | র্জ্ঞা | র্সা | র্সা | -র্জ্ঞা | -ণা | -র্সা | -ধা | -ণা | -ধা | পা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গা | ও | লো | ০ | ম | ০ | ঙ্গ | ল | গা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ম্ |

| পা | পা | পা | পা | পা | -া | পা | -া | পা | পা | পা | ণা | ধা | -া | -পা | -া |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অ | নি | ল, | হি | ল্লো | ০, | লে | ০ | মি | শি | বে, | সে | ভা | ০ | ০ | ব্ |

| পা | -ধা | পা | পা | পা | -জ্ঞা | -সা | -া ‖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বাঁ | ০ | শী | র | সা | ০ | ০ | থ্ ‖ |

১১৩

## কামোদ—ধামার

৪-৫-৫|২

| ২´ | ৩ | ১ |

কথা :—গ্রন্থকার

|| সা -ণ্া সণ্া সা | রা -া -া পা -া | -া -া -া -া মপা |
|| কে ০ ম০ নে | যা ০ ০ বো ০ | ০ ০ ০ ০ ব০ |

| মা -পা -মা -া | রা -া পা মা -া | -পা -া -পা -া -মরা ||
| লো ০ ০ ০ | গৃ ০ হ, মা ০ | ০ ০ ০ ০ য়ে০ ||

৩

|| া া া পমা পা | র্সা র্সা -া -ণা -র্সা | র্সা -া র্সা -া |
|| কে০ ম | নে, এ ০ ০ ০ | মু ০ খ ০ |

| র্সা -ণা -র্সা -া -ণা | র্রা -া র্সা র্সা র্সা | র্সা -ধা -ণা -পা |
| দে ০ খা ০ ০ | বো, ০ ও, স্ব জ | নি ০ ০ ০ |

| মা -া পা ধা -া | -র্রা -া র্সা -া র্সণর্সা | ধা ণা পা মপা |
| হি ০ য়া, কাঁ ০ | ০ ০ পে ০ লো০০ | দু রু দু রু০ |

| মা -া পমা -রা -া | পা -পা -মা -া রা || ১১৪
| ভ ০ য়ে০ ০ ০ | না ০ ০ ০ মে ||

## কামোদ—তেওট

কথা :—গ্রন্থকার

৪-৩।৩

। ৩ । ০ । ১ । ২´ ।

|| রা-পা মা পা | মা -রা মা | রা -সণ্া -া সা | রা -া -া |
|| ও ০ স খি | আ ০ মার্ | ক ০০ ০ থা | তা ০ র |

| রা পমা পা -া | -া -া -া | মা পা মা -া | -পা -মা -রা |
| বো লো০ না ০ | ০ ০ ০ | বো লো না ০ | ০ ০ ০ |

| রা গা মা -ধপা | মা -রা মা | রা -সণ্া -া সা | রা -া -া ||
| বো লো না ০০ | আ ০ মার্ | ক ০০ ০ থা | তা ০ র ||

|| পা -া ধণধা র্সা | র্সা র্সা -া | -া -া র্সা র্রা | র্রা র্পা -া |
|| তা ০ ন,০০ আ | ছে, সে ০ | ০ ০ সু খে | পা ০ ০ |

| -র্ণা -া -র্রা -র্সা | ধা ণা ধা | পা -া -া -া | -া -া -া |
| ০ ০ ০ হ্ | র দ, য় | সে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ |

| সা সা পা মা | পা পা -া | র্সণা -া র্রা র্সা | ধা পমা পমা || ১১৫
| দি ছে, তা রে | সে যে ০ | কে০ ০ ০ ন | বা ভ০ বা০ ||

## ছায়ানট—ঢিমা তেতালা

কথা :—গ্রন্থকার

৪।৩

। ° । ১ । ২´ । ৩ ।

|| পজ্ঞা -পা -া -া | জ্ঞা পা জ্ঞধা জ্ঞপা | মা -া -পা -মা | মা -া পা মা ||
প্রা ০ ০ ণ্ | ব ড়, ব্যা০ কু০ | ল ০ ০ ০ | হ ০ ল ০

| পজ্ঞা -পা -া -া | জ্ঞা পা জ্ঞধা জ্ঞপা | মা -পা -মা রা | রা -পা -মা -পা |
প্রা ০ ০ ণ্ | ব ড়, ব্যা০ কু০ | ল, ০ ০ কে | ন ০ ০ ০

| পা -মা রা সা | সা মপা -মরা -সা | সা -ধ্া -ন্া প্া | রপা মা পজ্ঞা -পা |
এ ০ খ নো | সে, না০ ০০ ০ | এ ০ ০ ল | সা০ রা রা০ ত্

| ধা -ধা র্সা -া | র্রর্সা -নর্সা ধা পা | রা পা মা পা | মপমা রপমপধা -পা -া |
বো ০ সে ০ | আ০ ০০ ছি ০ | তা হা রি ০ | আ০০ শা০০০০ ০ য়

|| া া পা পা | পা পা -জ্ঞধা র্সা | -া র্সা র্সা র্সনা | র্রা -া র্সা -া |
কু হু | স, সা ০০ জে | ০ সা জি হু০ | কে ০ ন ০

| -া -া -া -া | -র্সা -র্রা -র্পা র্মা | -র্রা -র্সা -া র্সর্সা | -র্সা -ধা -পা -া |
০ ০ ০ ০ | বা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ নতী | বা ০ ০ ০

| ধা -র্রা র্সা -া | -া -া -া -া | র্সা ধা পা -া | রা -পা -মা -পা |
না ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | পী থি হু ০ | কে ০ ন ০

| -ম্মা -গম্মা -রা -সা | সম্মগা পম্মা নধা র্সনা | -র্রা র্সা ধা -পা |
| ০ ০০ ০ ০ | স০০ ব০ বৃ০ থা০ | ০ হ' অ ০ |

| -ম্মাপধপা -মগম্মা রগম্মপধা -পা || ১১৬
| ০০০০ ০০০ হা০০০০ য় ||

## ইমন্-পুরিয়া—কাওয়ালী

কথা :—গ্রন্থকার

২।৩
। ০ । ১ । ২´ । ৩ ।

| । সা || সরা রগা | রা সসা || ন্া -সধ্া | -া -সা |
| ম || জল ধর০ | নি, কর | লো ০০ | ০ আ |

| সা রসা | রা রা | গরা গা | -া পপা |
| ই ল০ | গৃ হে | ম০ ম | ০ প্রিয় |

| পা ম্মা | -পা গপা | গা গরা | রা সা |
| ত ম | ০ নয় | ন, র০ | ঞ্জ ন |

| সা রন্া | রা গপা | গা রা | সা সসা |
| জী ব০ | ন, জু০ | ড়া লো | ধ ন০ |

| সা র্সা | -া পপা | পা -ধপপা | -গরসা সা ||
| কি, আ | ০ নন্ | দ ০০০ | ০০০ "হ" ||

২´
|| ণা পণা | পা ধধা | র্সা র্সর্সা | র্সা -া |
ম ল্লিকা | মা লতী | যূ থি, বে | লা ০

| র্সর্সা ধধা | র্সর্সা র্সা | না ধনা | ধা পা |
সুর ভি০ | কুসু মে | গাঁ থি০ | মা লা

| -া -া | পপা পপা | পা মমা | গপা গরা |
০ ০ | আজি তাঁর | ক ণ্ঠে০ | দিব পরা

| গা রা | সসা সসা | সা র্গরা | র্সর্সা ধপা |
ই য়ে | ধরা মাঝে | উ দিবে | ন০ বীন

| গপা গরা | সা সা || ১১৭
ব০ স০ | ন্ত, "ম"

### বেহাগ—ঢিমা তেতালা

কথা :—গ্রন্থকার

০।৩
। ০ । ১ । ২´ । ৩ ।

২´
||| পর্সা না পা -ধপা | পনা পধপা মা গা | -া -রা -সা -া | সসা ন্সা -প্সা সা |
আয় কে ন ০০ | লে,ক থা,০০ তো লো | ০ ০ ০ ০ | বন দি০ ০০ লো |

| সসা সা গা গা | পা -া না ধা | -নর্সা -নধা -পধা -না | পনা ধপা -মপা -গা ||
| পুরা ণ, সে, ক | থা ০ ভো লা | ০০ ০০ ০০ ই | ভা০ লো০ ০০ ০ ||

৩
| -া -া পপা র্সর্সা | র্সর্সা -া র্সা র্সা | -া র্সা র্সা -া | নধা -পা -র্সা না |
| আব কি০ | সে ০ থ নে | ০ ফি রে ০ | পা০ ০ ০ ব |

| সা গা রা মা | পা -রা -র্সা -নধা | পা -া না ধা | -র্সা -না -ধা -পা |
| যা যায় তা যে | আ ০ ০ ০০ | ০ ব, ফে বে | না ০ ০ ০ |

| পধা -ণধা -পমা -গা || ১১৮
| লো০ ০০ ০০ ০ ||

## বারোয়াঁ-পিলু—ঝাঁপতাল

কথা :—গ্রন্থকার

১-৩।২

। ২ । ৩ । ০ । ১ ।

মা মা জ্ঞা -রা সন্]
|| সা সা | ন্ -া ন্ | ন্সা -রজ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া |
|| ম ন | চু ০ রি | ক০ ০০ | রি ল ০ |

| রা জ্ঞা | রা -সা রা | ন্ -া | সা পা পা |
| ম ধু | র ০ ক | টা ০ | ক্ষে, সে যে |

| মা মা | জ্ঞা -রা -সন্ | ন্সা -রজ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া |
| ম ন | চু ০ রি০ | ক০ ০০ | রি ল ০ |

| রা জ্ঞা | রা -সা রা | ন্ -া | সা -া -া ||
| ম ধু | র ০ ক | টা ০ | ক্ষে ০ ০ ||

||{ পা -া | পা পা পা | পধা -ধণা | ণা ণা ণা |
হা ০ | সে, না, সে | ভা০ ০০ | বে, না, সে |

[ ]
| পা ধা | পা -মা গা | গমা -গমা -পা | মা -া -পা -া }||
শু ধু | চে ০ য়ে | থা০ ০০ ০ | কে ০ ০ ০

|| পা পা না না না | সা -া | র্সা -া -া |
না, জা নি, কি, সে | ভা ০ | বে ০ ০

| র্সা সা | র্সা র্সনা -া | নর্সর্রা র্রা | -া -া -া |
কি, ম | নে, তা০ র্ | জা০০ গে | ০ ০ ০

| র্রা র্রা | রা -া র্রা | র্সর্জা -া | র্রা -র্সা -া |
কা ব | অ ০ সু | বা ০ | গে ০ ০

| র্সা -া | না -া না | পা -া | না -া -া |
সে ০ | অ ০ মন্ | ক ০ | রে ০ ০

|{ পা -া | পা -া পা | পধণা -া | ণা -া ধা |
যা য় | ধী ০ রে | চা০০ য় | ফি ০ রে

[ ]
| পা ধা | পা -মা গা | গমপমা পা | মা -া পা }|| ১১৯
ফি রে | ফি ০ রে | দে০০০ ০ | খে ০ ০

## খাম্বাজ—মধ্যমান

১।৩

। ১ । ২´ । ৩ । ০ ।

কথা :—গ্রন্থকার

| া া া র্রা || র্গর্মর্পর্মা -র্গর্রর্গা র্মা র্পা | র্গর্মা -র্পর্মা -র্গর্মা র্পা ||
|       আর || কি০০ ০০০ তা রে | পা০ ০০ ০০ ব |

|| -া মা পর্মর্পা -র্রর্সা | সসা গমা পা পা | -া পধা -পমা -গমা |
|| ০ না বে০০ ০০ | এ,জ নমে বু ঝি | ০ দে০ ০০ খা০ |

| ধণা -ধণর্সা -র্সণা -ধপমা | -া -মধা পমা -গরা | -রগমপা -ধণধপা -মগরসা র্রা ||
| লো ০ ০ ০ | গৃ ০ হ, মা ০ | ০০০০ ০০০০ ০০০"আর" ||

|| া া না না | না র্সর্রা -নর্সা -া | -া র্সা র্সা -া | নর্সা -ননা -নর্সর্রা -নর্সা |
||   সে, কো | থা ০০ ০০ ০ | য়, আ মি বা | কো০ ০০ ০০০ ০০ |

| -া না -নর্সনা -ধপা | ধনা -র্সা -া ধা | ধণা -ধপা -মপা মা |
| ০ থা ০০০ য়০ | ভ০ ০ ০ বু | কে০ ০০ ০০ ম |

| পা -মা -পা মা | ধনা -পধা -না -র্সা | র্সনা ধপা মপা মা |
| তা ০ ০ রি | আ০ ০০ শা র | আ০ ০০ শা০ র |

| পমা -পা নর্সনা -ধনা | র্সা -া -র্গা -া | র্রা র্গর্রর্সা -নধপা -মপমা |
| ধা০ ০ কি০০ ০০ | আ ০ ০ ০ | নি না০০ ০০০ ০০০ |

| -গমপধা -নধপমা -ধপমগরসা রা || ১২০
| ০০০০ ০০০০ ০০০০০০ "আর" ||

## ইমন্—আড়াঠেকা

৪|৩

| ০ | ১ | ২´ | ৩ |

কথা :—গ্রন্থকার

| -া -া -া র্সা || না -া ধা -পা | -া হ্মা পা -া | হ্মা -া -পা -া |
| কি || হ ০ বে ০ | ০ এ জী ০ | ব ০ ০ ০ |

| পা -া র্সা -া | না -া ধা -পা | -া হ্মা পা -া | হ্মা -া -রা -গা |
| নে ০ কি ০ | হ ০ বে ০ | ০ এ, জী ০ | ব ০ ০ ০ |

| -হ্মা -া পা -া | না -া ধা -া | র্সা -া না -া | পধা -নর্সা -র্রর্সা না |
| ০ ০ নে ০ | সে ০ ই ০ | ধ ০ ন ০ | বি০ ০০ ০০ নে |

| -ধর্সা -নধা -পা র্সা || ২´ -া -া পা পা | -া র্সা -া র্সা | র্সা -া না -া |
| ০০ ০০ ০ "কি" || স দে | ০ র, ০ স | জী ০ ০ ০ |

| র্রা -া র্সা -া | র্রা -া র্সা না | ধা পা জ্ঞা পা | রা -া পা পা |
| যা ০ রা ০ | কে ০ কো থা | চ লে' গে ল | কে ০ লি য়ে |

| ধা র্সা র্পা র্রা | নর্সা -র্রা র্সা -না | না ধা পা র্সা || ১২১
| মো রে, এ কা | শূ০ ০ ন্য ০ | ভ ব নে "কি" ||

## সুরট—ভেওট

৪-৩।২

হিন্দী গান "মোতিরা যাঙ্গা দে"র সুর

। ১ । ২´ । ৩ । ৪ ।

কথা :—গ্রন্থকার

|| মা রা মা পা | ণণা পা -া | মা রা সন্‌্ সা | রমা মমা -পমা |
|| ম্লা ন, মু খ | কে০ ন ০ | ব ল প্রি০ য়ে | ব০ ল,০ ০০ |

| মা রা মা পা | ণণা পা -া | রা রা মা মা | পা পা -া |
| ম্লা ন মু খ | কে০ ন ০ | না হি আ র | হা সি ০ |

| মা পা নাঃ র্সাঃ | র্সা র্সা -া | র্সা র্সনর্রা র্সা ণধা | পা মমা -পমা ||
| স বে তে, উ | দা সী ০ | আঁ খি০০ ছ ল০ | ছ ল০ ০০ ||

[রা না]
|| { মা পা না -া | র্সা র্সা -া -নর্সা -র্রসা -নর্সা -া | র্সর্সা -র্রসা ণধা
|| { কি ছু খে ০ | সু খী ০ ০০ ০০ ০০ ০ | সু০ ০০ খি০

| পা পা ধা পা | মা পা -র্সা নর্সা -র্রা র্রা -র্সর্রা | -র্পর্পা -র্মর্রা -র্গর্রা } |
| কি, অ ভা ব | আ ছে ০ তু০ ০ নি ০০ | ০০ ০০ ০০ } |

| না না না না র্সা র্সা -া র্সা র্সনা র্সা র্রা | র্গর্রা র্সণা -ধপা || ১২২
| আ মি, ভে বে ম রি ০ মা, আ০ মি, কি | হ' ল০ ০০ ||

## শ্যাম—একতালা

২|২

| ২´ | ৩ | ১ |

কথা :—গ্রন্থকার

৩ ‖

| । মপা ‖ ‖ ধা পমা | ধপা মপা | -মপা মপা | ধা পমা | ধধা পপা |
| সে, যে ‖ ‖ এ সে ০ | ছে ০ লো০ | ০ ০ সে, যে | এ সেছে | সেই চির |

| মপাঃ পঃ | পা পপা | মরা ররা | সা সসা | সসা মমা | মমা পপা |
| মধু র | উ জ্জল | সু ০ ন্দর | মূ রতি | হৃদি মাঝে | যার ছবি |

১´

| পা পপা | পপা পঝা | ধপা মপা | -মপা মপা ‖ ‖ পপা র্সর্সা |
| আঁ কা ০ | র ০ য়ে ০ | ছে০ লো০ | ০ ০ "সেযে" ‖ ‖ বাতা য়নে |

| র্সর্সা র্সর্সা | র্সর্সা র্সধা | র্সর্সা র্সর্সা | র্সা নধা | নধা -পপা | সসা পপা |
| এক মনে | চেয়ে ছিনু | পথ পানে | তা হারি | ধেয়া ০ নে | অম নি,সে |

| পপা ঝপা | র্সর্সা র্সর্সা | নধা নপা | পপা মপা | -মপা মপা ‖ ১২৩
| খিনু, সে,যে | উ০ দয় | হ ০ য়েছে | সখি লো০ | ০ ০ "সেযে" ‖

## ঝুম্ ঝিঝিট—ঠুংরি

হিন্দী গান "কোয়া কঁরু সজনি"র সুর

কথা :—গ্রন্থকার

৭|২

| ১ | ২´ | ৩ | ০ |

৩ ‖

‖ { নৃধ্াঃ ধ্ঃ সরা সরা পপা -রসা | সধা রসা } ‖
‖ { কি, ০ ক রি, ০ স ০ জনি ০ ০ | সে ০ ০ ০ } ‖

| ন্ধ্া ধ্া | সসা ররা | -পপা মগা | মগা -রসা |
| কি, হ বে | এ ০ ছা ০ | -ব্ ০ জীব | নে ০ ০ ০ |

| মমা মা | মগা মমগরা | মগা রসা | -া সরা |
| কি, হ বে | এ ০ যৌ০০০ | ব ০ নে ০ | ০ তাই |

| ররা -রগা | রগা মপা | গমপা -ধধপা | মগরা সা ||
| ভাবি ০ ০ | দিবা রজ | নী ০ ০ ০ ০ ০ | ০০০ ০ ||

||{ সসা সসা | সন্া ধ্প্া | সা সা | সসা সা | সরা ররা |
||{ যা ০ তুই | যা ০ লো ০ | যা তুই | স ০ খি | জেনে আয় |

| ররা রগমা | পমা পগা | গমপপা -মগরসা }| মা মা |
| সে, আ মায় ০ | মনে করে | কি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ }| আর্ যে |

| মমা মমা | গা মমগরা | মগা রসা | সা সসা |
| ম ০ ন ০ | প্র বোধ্ ০০ | না, যা নে ০ | আর্ যে ০ |

| ররা পপা | ম্া পপা | গমপা -ধধপা | -মগরা -সা ||
| পারি নে লো | যা এব | নি ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ||

||| ০ সসা | সা গগা | মা গগা | ম্মপা ম্মপপা | -ধধধপা -পা |
||| কার্ | স জে০ | র জে০ | মজি লরে০০ | ০০০০ ০ |

| গা গগা | গমপমা গরসা | সসা রম্মা | গা মমা |
| না জানি | কে,০০০ সে,০০ | র০ ঙ্গি০ | নী, তার্ |

| মমা মমা | মমা গগা | গরা গরা | সসা সা |
| অল কে, না | পল কে০ | কোন্ কুহ | কে,০ সে |

| ররা গগা | মা পা | গমপা -ধধপা | -মগরা -সা || ১২৪
| ভুলি লরে | বল্ ও | নি০০ ০০০ | ০০০ ০ ||

## যোগিয়া—কাওয়ালি

কথা :—গ্রন্থকার

২।২

। ০ । ১ । ২´ । ৩ ।

||| ঋমা -া | পা -া | পদা -মদা | -পা মমা |
||| মুর ০ | লী ০ | কি০ ০০ | ০ শুণ |

| পা -ঋা | সা সঋা | -পা মা | -পা -ঋা |
| জা ০ | নে তা০ | ০ বি | ০ ০ |

| সঋা -পঋা | ঋঋা সা | -া দদা | দা দা |
| তা০ ই০ | য০ নে | ০ কে০ | য দে |

| পদা নদা | পা পপা | পদা -মপদা | -পা সা ||
| হ০ রি০ | ন, সক | লি০ ০০০ | ০ ঐ ||

২´
|| পা -দা | মা -পা | দা র্সা র্সা র্সা | -র্সর্ঋা-র্গর্ঋা | -র্সা র্সর্সা |
|| আ ০ | মা র্ | ব লি ছে ন | ০০ ০০ | ০ কিছু |

| র্ঋা র্ঋা | -র্সা র্সর্ঋর্সর্সা | নদা পা | দা দদা |
| না ছি | ০ আর০০ | স০ ব | দি মু০ |

| দপা দনদা | -পা পা | পদা -মদা | -পা সা ||
| অ০ লা০০ | ০ এ | লি০ ০০ | ০ ঐ ||

২´
|| পা পা | মা পা | দা -র্সা | র্সা র্সা |
|| আ মি | অ ব | লা ০ | অ স |

| র্সর্ঋা র্গর্ঋা | -র্সা র্সর্সা | র্ঋা র্ঋা | র্সর্সা -নদা |
| হা০ য়া০ | ০ দেখো | যে ন, | আ০ ০০ |

| পা -া | পদা -া | পদা নদা | পা পা |
| মা ০ | রে০ ০ | যে০ ও০ | না, হ |

| পদা -মদা | -পা সা || ১২৫
| লি০ ০০ | ০ ঐ ||

## ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খেমটা

কথা :—গ্রন্থকার

৩।১

। ০ । ১ । ২´ । ৩ ।

||| { ধা পাঃ -ধঃ মা পা -া | ধা ণা -া | র্সা -া -ণধা } ||
সে প্রে ০ ম্ কো থা ০ | রে, এ ০ | খ ০ ০ ন্

| পা -া পা | ধা ণা ধা | পা মা -জ্ঞা | রা সা -া |
বি ষ ফো | ড়া, যে ন | অ বি ০ | র ত ০

| । । । | ণর্সা -া ণা | র্সা র্রা -া | র্সণর্সণা -া -া ||
| ক র্ ত | রে, ট ন্ | ট০০০ ০ ন্ ||

|| পা পা -া | পা পা -া | ধা র্সা -া | র্রা র্রা -া |
কো থা ০ | রে, সে ০ | কো কি ল্ | কূ জ ন্

| র্রা র্রা -র্মা | র্গা র্রা -া | র্সা -ণা ণা | ধা পা -া |
কো থা ০ | সে, নি ০ | কু ০ ঞ্জ | বি জ ন

| ণা ণা -া | ণা ণা -া | র্সা র্সা ণা | র্রা র্সা -া |
কো থা ০ | রে, সে ০ | চাঁ দে র্ | কি র ণ্

| । । । | পা পা -া | ধা ণা -া | ধা -া পা ||
| ম ধ ০ | র, গু ০ | ঞ্জ ০ ন্ ||

০
|| পপা পা -া | পা পা পা | ধা র্সা -া | র্রা রা -া |
|| এখন ফু ল | ঝ রে ছে | আ ছে ০ | কাঁ টা ০ |

| র্রা -র্মা র্মা | র্গা র্রা -া | র্সা ধা -া | ধা পা -া |
| র স্, না | ই কো ০ | শু ধু ০ | ডাঁ টা ০ |

| না না না | না না -া | র্সা র্সা -র্সা | র্রা র্সা -া |
| শু কি য়ে | মা টি ০ | ফু টি ০ | ফা টা ০ |

| । । । | পা পা -া | ধা ধা -া | ধা -া ধা ||
| | এ কি ০ | রে, বি ০ | ষ ০ ম্ ||

০
|| পা পা -া | পা পা -া | ধা র্সা -া | র্রা র্রা -া |
|| যো হে র্ | যো রে ০ | আ হা ০ | ম রি ০ |

| র্রা -া র্মা | র্গা র্রা -া | র্সা -ধা -া | ধা পা -া |
| দে খ্, তেম | তা রে ০ | অ ০ প্ | স রী ০ |

| না না -া | না না -া | র্সা র্সা -র্সা | র্রা র্সা -া |
| ত খ ন্ | লে আ স্ | যা নে র্ | প রী ০ |

| পা পা -া | পা পা -া | ধা ধা -ধা | ধা -া -ধা || ১২৬
| এ খন্ | শু ধু ০ | প রি ০ | অ ০ র্ ||

## পূরবী—খেমটা

৬।২

। ০ । ১ । ২´ । ৩ ।

|| { সা -পা পা | পা পা মপধা | পা -পধা পা | সঋসা -ন্া সা } ||
জ ল্ না | ক খ নoo | পো ব্,o না | মাoo o নে

| { পা -পাঃ -পাঃ | গপা পা পা | পা পা পা | গপা পা পা |
প্রে o ম্ | কো রো না | কো রো না | কো রো না

| ( ধা নর্সনা -ধপা ) } | । । । | পা ধা পা | -মপা পা ঋসা ||
স খিoo oo | o o o | বি দে শী | ব্,o স নেo

|| পা পা পা | পা পা -ধা | ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া |
উ ড়ি ল | সে, হা য় | ফি রে, না | হি, চা য়

| র্সা র্সা না | না ধা -া | ধা র্সা না | ধা পমা -ধপা |
আ খি, পি | ছে, ধা ই | পা গ লি | নী, প্রাo ণo

| পা -া পা | -া পা পা | পা পনা না | ধা পা মপা |
আয় o আয় | o ক রি | যু খা, ডে | কে ম রি

| পা পা ধা | ধা পা মপা | পা পধা পা | সঋসা -ন্া সা || ১৫৬
অ ন রে | চা তু রীo | না পোo বে | কাoo o নে

১
ললিত-বসন্ত, সুরফাঁক্তা

অগতির গতি অনাথ-নাথ হে,
তুমি কৃপাসিন্ধু, তুমি দীনবন্ধু, শরণ দাও হে॥
হৃদয় অতি জরজর পাপবিকারে,
তোমা-বিনে, প্রভু হে, কে তারে?
বিতরি প্রসাদ-অমৃত, শীতল কর হৃদি-মন,
শান্তিসলিল তুমি প্রভু, এ ভবসন্তাপে।
কারে কহিব আর এ মম মরমবেদন?
তোমা-সম অন্তরতম আর কে আছে?

২
ইমন-ভূপালি, চৌতাল

অন্তরে ভজ রে তাঁরে,
সৃজিত যাঁর এই দিনকর, শশধর, তারক,
যাঁর বিমল ভাতি সব গগন ছায় রে।
হৃদি-দরপণে মাজি যতনে, দেখ রে সেই প্রেমচন্দ্র,
সুধা বরষণ হইবে এখনি মধুর মধুর!
সেই অমৃত-হ্রদে সবে মিলি করহ স্নান, পাইবে প্রাণ,
তাপিত চিত শান্ত হইবে, দূর হইবে পাপ।
সঙ্কট-হর নিত্য নিকট, কেন হে ভ্রম দূরে,
তাঁর শরণ লও, যাইবে ভবের পারে॥

৩

মিশ্র বেহাগ, ঝাঁপতাল

আজ আনন্দে প্রেম-চন্দ্রে নেহারো হৃদি-গগন-মাঝে,
করো জীবন সফল।
করো পান হৃদয় ভরি, পড়িছে ঝরি অমিয়া,
নূতন প্রাণে পাইবে নূতন বল।
সেই সুধা লাগি, কত ঋষি যোগী,
বিষয়ে বিরাগী, রহে যোগাসনে অটল।
এ রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ,
দূর হয় রে বিষাদ, উথলে প্রেম নিরমল॥

৪

খাম্বাজ, সুরফাঁক্তা

আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর স্বরে,
সনাতন দুঃখহরণ বিশ্বম্ভর অনন্তে, আনন্দভরে!
পূর্ণ গগন অনাদি নাদ আলাপ করে,
গাইছে জলদল জলধির গভীরে,
বিশ্বনাথ অমর সেবিত, অনুপম জ্যোতিতে বিরাজে॥

৫

ইমনকল্যাণ, সুরফাঁক্তা

আদিনাথ প্রণবরূপ সম্পূরণ,
দাও হে তব প্রসাদ, শান্তিসিন্ধু, মহেশ, সকল-গুণনিধান!
অযুত লোক, অকথিত বাণী তোমারি হে,
মোহন রব অনুপম পুরে মহাগগন, ভাবে মোহি জগজন।
অনুপম, অবিনাশী, অনন্ত, অগম্য, অপার,
সুন্দর, অতি অপূর্ব-ভাতি, নিরঞ্জন।
সকল-রূপ-কারণ, সকল-দুঃখনিবারণ,
তারণ, ভয়ভঞ্জন, সুর-নর-মুনি-বন্দন॥

৬

সিন্ধুবিজয়, তেওরা

ওই যে দেখা যায় আনন্দধাম দিব্য শোভন,
ভব-জলধির পারে, মহা জ্যোতিষ্মান।
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুখ হবে নির্বাণ,
শান্তি পাইবে হৃদয়-মাঝে প্রেমে পূরিবে মনপ্রাণ।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত-লোচন বীতশোচন কি অমৃতরস করে পান।
কি সুধাময় গান গায় গো সুরগণ কীর্তন করে ব্রহ্মনাম
কোটি সূর্য তারা গ্রহগণ নৃত্য করে তাহে অবিরাম॥

৭

ধোরিয়া, আড়াঠেকা

ও হৃদয়নাথ, এসো হে হৃদয়াসনে।
আকুল প্রাণে ডাকি হে তোমারে, দরশন দাও হে।
তব পদ ছাইব প্রেমের কুসুমে, কি দিব আর তোমায় হে॥

৮

বেহাগ, চৌতাল

ওহে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তুমি প্রাণেশ্বর হৃদয়নাথ,
হৃদয়ে দেখা দেও হে।
আঁধার হৃদয় আলো কর, মোচন কর পাপভার,
নিত্য নিয়ত হৃদে বিহার, দীনে শরণ দেও হে।
যবে পাই তোমা ধনে, সকলি নিরখি সুধাময়, জ্যোতির্ময়, শোভাময়—
পাইলে তোমারে মৃত শরীর প্রাণ পায়—
কোটি কোটি স্বরগ প্রকাশ পায়, দুঃখ তাপ না রহে॥

৯
কাফি-সিন্ধু, চৌতাল

কঠিন দুখ পাই হে মোহান্ধকারে তোমারি দরশন বিনা,
দাও দরশন দীননাথ, আর যাতনা সয় না॥
আছি নিশিদিন হায় রে পথ চাহিয়ে,
কবে প্রসন্ন হবে, প্রভু, তারণ, দাতা, এ দীনে॥

১০
সিন্ধুড়া, ত্রিতাল

কাতর আমার প্রাণ সংসাবে,
ওগো পিতা, দেহো তব চরণে স্থান॥
তোমা ছাড়ি আর কার দ্বারে যাব, ওহে দীননাথ,
করো দীনে শান্তি দান॥

১১
সিন্ধুড়া, চৌতাল

কেন আনিলে গো এ ঘোর সংসারে, জগত-জননি?
দূর করে ভয়, ভীত যে আমি॥
"জ্ঞানে প্রেমে ভক্তি ধরমে তুই রে বৎস, অমৃতের অধিকারী"
—ঐ যে শুনি তব স্নেহ আশ্বাস-বাণী॥

১২
ইমনকল্যাণ, ধামার

কেন ম্লান নিরানন্দ? ডাক না প্রভু প্রেমময়ে।
সব দুঃখ হবে মোচন, জুড়াবে হৃদয় মন প্রাণ।
যাঁর কৃপায় এই দেহ, পাইলে জননী-স্নেহ,
কেন কর সন্দেহ, তিনি যে মঙ্গলনিদান।
তিনি যে বিশ্ববন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
প্রেমসুধা-ইন্দু, কত সুখ করেন বর্ষণ।

শোভা, বরণ, গন্ধ, অযাচিত কত আনন্দ,
দেখেও কি তবু অন্ধ? কর তাঁরি যশোগান॥

১৩
ভূপালি, সুরফাঁক্তা

চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি,
নিরমল অতি শীতল কিরণ সুখদায়ী।
চৌদিকে তারাগণ, উজলি গগন-অঙ্গন,
ধারণ করে তোমারি শোভা মনোহারী।
বিতরণ করি জীবন, বহিছে মৃদু সমীরণ,
অমৃতপূর্ণ মঙ্গলভাব তব প্রচারি—
বরষিয়ে মধুর তান, জুড়ায়ে হৃদয় প্রাণ,
বিহগগণ করে গান তব গুণ, বলিহারি।

১৪
খাম্বাজ, ত্রিতাল

জগ দরশন-মেলা, এ জগ দরশন-মেলা
যদি এসেছ হেথা, সব দেখে লও,
চলো ফেরো, মেলো মেশো, হাসো খেলো,
তবে, দেখো যেন আসল কাজে কোরো না হেলা।
তুমি যা কিছু জগতে দেখ, লক্ষ্য স্থির রেখো,
কত কুহক হেথা আছে অবিচল থেকো তার মাঝে—
কত পাপ মোহ মায়া ধরে মোহন কায়া,
এ মহাশিক্ষার স্থান, শুধু নহে বৃথা খেলা।
সেই মঙ্গলময়ে নির্ভর করি নির্ভয় হও রে,
ধন্য সেই ভব-কাণ্ডারী, ধরো তাঁর চরণ-ভেলা॥

১৫

নট-বেহাগ, ঝাঁপতাল

জয় পরম শুভসদন ব্রহ্মসনাতন,
করুণার সাগর, কলুষ-নিবারণ।
জয় বিশ্বপাতা অনন্ত বিধাতা, জয় দেব দেবেশ জীবের জীবন॥

১৬

কাফি, ত্রিতাল

জানি তুমি মঙ্গলময়, প্রতি পলকে পাই পরিচয়।
সুখে বাখ দুখে রাখ, যে বিধান হয়, কিছুতেই নাহি ভয়॥
আর যাই করো প্রভু, মোরে ত্যজিবে না কভু—এই মোর ভরসা,
এসো প্রভু, এসো প্রভু, হৃদয়-মাঝে, হবে শুভ নিশ্চয়॥

১৭

দেশ, ধামার

তব আশা-বাণী শুনি, আহা, হৃদয়-মাঝে,
বাজিল মধুর বাঁশরি বিমল তানে,
বহিল বসন্ত-সমীরণ, প্রাণ জুড়াইল।
তুমি মঙ্গল-বিধাতা, করুণাময় পিতা,
তব-প্রেম-বিমলভাতি পূর্ব গগনে উষা ফুটাইল।
তুমি গো বিশ্বজননী, কত না স্নেহ যতনে,
কুসুমদল চিত্রিলে বিচিত্র বরণে—
এ চারু ধরণী সাজাইলে কত না মণিকাঞ্চনরতনভূষণে।
হেরি সে শোভা অখিল মন মোহিল॥

১৮

ইমনকল্যাণ, চৌতাল

তব রাজসিংহাসন বিরাজিত বিশ্বমাঝে,
তব মুকুটে কোটি কোটি সূর্য শোভিছে।

গগন নীল চন্দ্রাতপ, খচিত তাহে তারক,
যেন কত মানিক জ্বল জ্বল জ্বল জ্বল জ্বলিছে।
মধুর সুমন্দ মলয়পবন, আনন্দ করি বিতরণ,
কুসুমবাস করি আহরণ চামর ঢুলাইছে।
যত দেব মহাদেব করযোড়ে ভক্তিভরে
তব অভয়চরণ জয় জয় জয় রবে বন্দিছে।

১৯
ইমনকল্যাণ, চৌতাল

তাঁরে ভজ, ভজ রে মন, সেই আদিদেব ভুবননাথ,
পরমপুরুষ, পরমেশ্বর একায়নে।
ভক্তিযোগেতে পূজ অবিরত, মোক্ষ-সেতু পাপ-দমনে,
পবিত্র হৃদয়ে, শোভন সুরে, গাও সতত,
সেই জন্ম-মরণ-রহিত সনাতনে॥

২০
কেদারা, চৌতাল

তাঁহারি চরণতলছায়ে চিরদিন থাক ওরে,
মন প্রাণ সঁপিয়ে তাঁরে।
হবে নিরাপদ, পাবে চিরসম্পদ, মধুর বিমল হবে ধরাতল,
প্রীতিসুধাধারা উথলিবে শতধারে।
রিপু দুর্দান্ত হবে প্রশান্ত, নিশিদিন তাঁরে হৃদয়ে রাখ রে।
প্রাণপতি প্রভু, ছেড়ো না তাঁরে কভু, ধ্রুবতারা তিনি যে এই আঁধারে॥

২১
কাফি, ঝাঁপতাল

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।
আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে॥
এক তুমি অভয়-পদ জগত-সংসারে,
কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে॥

করিয়ে দুখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনি মন-আঁখি তব জ্যোতি নেহারে।
জীবন-সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মম প্রাণ মন ডাকে তোমারে॥

২২
সুরট, তেওট

দরশন দাও হে প্রভু, এই মিনতি।
তব-পদ-আশে হৃদয় সদাই আকুল অতি।
তুমি মম জীবন, প্রাণেব প্রাণ, তোমা বিনা প্রভু নাহি কোন গতি।

২৩
সাহানা, ত্রিতাল

দশ দিশি কিবা আজি মধুময, হৃদয়-নাথেরে হৃদয়ে হেরিয়া।
সুবিমল পরশে হরষে মাতি, প্রাণ-বিহঙ্গ ওঠে রে গাহি,
মন-অলি পিয়ে অমিয়া, প্রেম-উৎস ছুটিল উচ্ছ্বাসিয়া॥

২৪
মিসাসাগ, ঝাঁপতাল

দেহি হৃদয়ে সদা শান্তিরস প্রভু হে, তব অমৃত-কর পরশে,
দুঃখ যাতনা করো দূর, সুখ বিমলতর বিতর প্রভু হে॥
দেহি প্রভু, প্রেমধন, দারিদ্র্য করো হরণ,
তব চরণে দেহি শরণ, এই ভিক্ষা করি হে॥

২৫
দেওনট, ফেরতা

ধন্য তুমি ধন্য! ভবজলধিতারণ, তুমি ব্রহ্ম।
ত্রিভুবনবরেণ্য, অখিলশরণ্য,

তুমি সবাকার প্রাণ, আত্মার আনন্দধাম।
হৃদিরঞ্জন, দুখভঞ্জন, ভবখণ্ডন, পুরুষোত্তম,
তুমি অন্তরতম জীবের জীবন, তাপিতচিত-বিশ্রাম।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পাতা, তুমি ত্রাতা,
তুমি সখা, তুমি গুরু, তুমি শুভদাতা,
ভাষা আকুল বর্ণিবারে, নাহি পায় কথা।
যুগ-যুগান্তর ধরে কত গুণী, কত মুনি, কত ঋষি,
তোমার মহিমা বাখানি রচিল কত ছন্দ, কত মন্ত্র, কত গান—
তবু তো নারিল বর্ণিতে স্বরূপ তোমার, তুমি বাক্যমনের অগম্য॥

২৬
পরজ-বসন্ত, চৌতাল

ধন্য তুমি হে পরম দেব, ধন্য তোমারি করুণা প্রেম,
পুরিল আনন্দে বিশ্ব, হৃদয় জুড়াইল।
যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ নিরখি তোমারি,
পূর্ণ হইল সকল কাম, মন আনন্দে ভাসিল॥
ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ মহান্, জগপতি জগত-নিধান,
জয় জয় জগপতি জগত-নিধান হে, অন্তরে চির বিরাজ।
নয়নে নয়নে রহিয়ো নাথ, ভুলি সব দুখ তোমার সাথ,
হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়নাথ হৃদয় করো শীতল॥

২৭
ঝিঁঝিট, একতাল

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী।
সবে মিলি তব সত্য ধর্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
ভক্তজন-সমাজ আজ স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাহি ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি॥

২৮
ইমনকল্যাণ, সুরফাঁক্তা

নমঃ শঙ্করায় মহেশ ভবনায়ক,
অনাদি ধাতা আনন্দরূপ সর্ব্বব্যাপী।
মহাব্যোমে অগণন গ্রহতারা ধায় তোমার ভয়ে,
তুমি পিতা নিখিল-কারণ, তব অন্ত কোথা!
সন্তাপনিবারণ, ভবসমুদ্রতাবণ,
মনপাবন বিভু, ত্রিলোকশুভদাতা।
ত্রিভুবন-চরাচর-প্রাণ তুমি হে প্রভো, ভক্তবৎসল,
দয়াল, দীনবন্ধু, সেবকে বিতর তোমার প্রসাদ॥

২৯
জয়জয়ন্তী-কোকব, ঝাঁপতাল

নিকটে নিকটে থাক, হে নাথ তারণ,
পতিতপাবন, অধম-উদ্ধারণ।
তুমিই মম জ্ঞান, তুমিই মম ধ্যান, তুমিই মম সাধন॥

৩০
ইমনকল্যাণ, চৌতাল

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, অলক্ষ্য নিরঞ্জন,
নিরাময় অবিনাশী, অনাদিকারণ, পূর্ণজ্ঞান।
দীননাথ, দয়াল, দারিদ্র্যভঞ্জন, শান্তিসদন,
অন্তর্যামী, ভবতারণ, হৃদয়স্বামী, প্রাণের প্রাণ।
কে বা করিত হেথা বিচরণ, কে বা করিত জীবন ধারণ,
যদি আকাশে না হইত তাঁহার অধিষ্ঠান।
তিনি লোকভঙ্গ-নিবারণসেতু, তিনি আত্মার চির উন্নতি-নিদান,
তিনি অমৃতের সোপান॥

৩১

মাদ্রাজি ভজন, ফেরতা

প্রণমামি অনাদি অনন্ত সনাতনপুরুষ,
নিখিল জগতপতি পরমগতি মহান্ ভকতজীবনধন।
ভূমা প্রভু পরমব্রহ্ম পরমায়ণ, কারণ শরণাগতবৎসল,
পূর্ণ সত্য, সকল দুখবারণ।
ভবজলধিতরণ শরণ অতি পবিত্র শুভনিধান,
অজর অভয় অবিনাশী।
সুরনরবন্দন জগচিতরঞ্জন ভবভয়ভজন, বিতর কৃপা।
দীননাথ করুণাময় সুন্দর, প্রেমসিন্ধু মধুময়, নাহি উপমা-
নামরূপগুণ-অতীত চিন্ময়, অন্তরে তোমার আসন॥

৩২

রামকেলি, কাওয়ালি

প্রভু দয়াময়, কোথা হে দেখা দাও,
বিপদ মাঝে বল কারে ডাকি আর! তুমিই এক মম ভরসা।
প্রিয়জন একে একে কে কোথা চলে যায়, একেলা ফেলি আঁধারে
শূন্য হৃদয় মম পূর্ণ কর নাথ, পুরাও এই আশা।

৩৩

সুরট, চৌতাল

বাজে সুতানে সুন্দব এই বিশ্বযন্ত্র অনন্ত গগনে,
শ্রবণে শুনি সে ধ্বনি ভুলি আপনে।
কত রবি শশী তারক, কত গ্রহ উপগ্রহ অহরহ চলে তালে তালে,
আহা কিবা সবে বাঁধা প্রেমবন্ধনে!
ছয় ঋতু কত ছন্দে ছয় রাগ গাহে আনন্দে,
সুরতরঙ্গ বহে সমীরণ, পুলকিত তরুগণ,
হরষিত বিহঙ্গম, বিকশিত কুসুমরাজি বন-উপবনে।
কে গো তুমি অন্তরালে থাকি
খুলিলে অনন্ত সংগীতলহরী এ বিশ্বমাঝে!
উৎসব-আনন্দ উথলিল, প্রেমসিন্ধু প্লাবিল নিখিল ভুবনে।

৩৪

ভৈরব, কাওয়ালি

বিমল প্রভাতে, মিলি এক সাথে, বিশ্বনাথে কর প্রণাম।
উদিল কনকরবি রক্তিম রাগে, বিহঙ্গকুল সব হরষে জাগে,
তুমি মানব, নব অনুরাগে, পবিত্র নাম তাঁর কর রে গান॥

৩৫

বিহঙ্গড়া, সুরফাঁক্তা

ব্রহ্ম সনাতন, তুমি হে নিখিলপালন,
নিখিলতারণ, নিখিল-জন-মঙ্গল-কারণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় তব সীমা, বিশ্বম্ভর, বিশ্বেশ্বর, পূরণ?
চন্দ্র তপন গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডল সৃজিলে গগনে,
জলস্থল চরাচর সুরনর সবার রাজা।
সকলি তোমা হতে, ধনজন সুখসম্পদ—তুমি দীনশরণ॥

৩৬

সুঘরাই কানাড়া, ঝাঁপতাল

শুভ দিন ক্ষণে, শুভ এই মাসে,
পূজে ভারত আজি অনাদি মহেশে।
'একমেবাদ্বিতীয়ং' ঋষিবাক্য পুরাতন,
পুন কর কীর্তন এই আর্যদেশে।
সকল ছলনা ছাড়ো, বিমল কর অন্তর,
কর স্বার্থ বলিদান সত্যের উদ্দেশে।
মৃত ধর্মে আনো প্রাণ, ঘোষ সবে ব্রহ্মনাম,
অবনতি অপমান ঘুচিবে নিমেষে॥

৩৭

দেশমল্লার, ঝাঁপতাল

হরি, তোমা বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি!
সংসারজলধিমাঝে তুমি হে তরী!
তব মুখপানে চাই, আঁধারে আলোক পাই,
নিমেষে হৃদয়তাপ সব পাসরি।

৩৮

বাহার, ত্রিতাল

হৃদয়ের মম যতনের ধন তুমি হে।
অন্তরযামী, আত্মার স্বামী, পিতা তুমি, পুত্র আমি,
জাগ্রত কৃপা তোমারি দীন জনে।
তোমার করুণা দিবারাত, প্রতি মুহু মুহু জীবনে ভায়।
মিনতি করি তোমায়, মোহপাশ কাটিয়ে,
আমায় রাখো হে নাথ, তব সাথ সাথ॥

৩৯

দেশকার, সুরফাঁক্তা

হৃদাসনে এসো হে, এ শুভদিনে,
মিলিয়ে সবে পূজিব তোমারে, প্রভু।
প্রেম-ফুলমালা হৃদয় ভরিয়ে সাজায়ে ডালি ঢালিব চরণে, প্রভু।
বন্দনগাথা শুনাব আনন্দে, সকল কামনা জানাব তোমারে, প্রভু॥

৪০

খাম্বাজ, ত্রিতাল

শঙ্কর শিব সংকটহারী। নিস্তার প্রভো জয় দেব দেব।
সংসার সিন্ধু সেতু, কে করে পার, তোমা বিনা আর হে দীননাথ ;
চরণারবিন্দ যাচি তোমারি।

৪১

কী মধুর তব করুণা প্রভো, কি মধুর তব করুণা।
তব করুণা সব জগতময়, সকলে গায় তোমারি প্রভু করুণা।
গায় তরুণ অরুণ, শশী নদী গিরি ফুলবন ;
যথায় তথায় তব জয় জয় রব গায় নরনারী অগণন
কেহ নহে নীরব।
এই ঘোর সংসার করহে পার, কর্ণধার ভব-জলধি-মাঝে ;
হৃদয়ের ধন তুমি, নিয়ত মম হৃদে বিরাজ, কি আর কব।

## ভারত-সংগীত

চল্‌রে চল সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে পৌরুষগর্বে
সাধ্‌ রে সাধ্‌ সবে দেশের কল্যাণ।

পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্যে
কে করে মোচন?
উঠ, জাগ, সবে বল, মা গো!
তব পদে সঁপিনু পরাণ।

এক তন্ত্রে কর তপ,
এক মন্ত্রে জপ ;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক,
এক সুরে গাও সবে গান।

দেশ-দেশান্তে যাওরে আন্‌তে
নব নব জ্ঞান
নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতো
উঠাও রে নবতর তান।

লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়
তাহাতে জীবন কর দান।

দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান ;
এক পথে এক সাথে চল
উড়াইয়ে একতা-নিশান।

১ ২ ৩

II র্সা -া -র্সা র্সা | না -র্সা ধা না | পা না ধা র্সা | না -া -া -া I
চ ॰ ন্ দ্রে চ ন্ স বে ভা র ত সন্ তা ॰ ॰ ন্

I পা -া -হ্মা পা | গা -া পা -া | গা গা ঋা -া | সা -া -া -া I
মা ॰ ॰ তৃ ভূ ॰ মি ॰ ক রে আ ॰ হ্বা ॰ ॰ ন্

I সা -া -গা গা | সা -া গা -া | পা -া সা সা | গা -া পা -ধা I
বী ॰ ॰ র দ র্ পে ॰ পৌ রু ষ গ র্ বে ॰

I র্সা -া -া র্সা | র্ঋা -র্সা র্সা র্সা | না না ধা না | ধপা -া -ধা -া II
সা ॰ ধ্ রে সা ধ্ স বে দে শে র কল্ ল্যা ॰ ॰ ণ্

II র্সা -া -া র্গা | র্ঋা -া র্মা -া | র্গা -া -া র্ঋা | র্সা -া না -ধা I
পু ॰ ত্ র ভি ন্ ন ॰ মা ॰ ত্ তৃ দৈ ন্ ন ॰

I পা -া -া না | ধা -া র্সা -া | না -া -া -া | -া -া -া -া I
কে ॰ ॰ ক রে ॰ মো ॰ চ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ন্

I গা -া পা -া | হ্মা -া ধা -া | পা -া না -া | ধা -া -র্সা -া I
উ ॰ ঠ ॰ জা ॰ গো ॰ স ॰ বে ॰ ব ॰ ল’ ॰

I না -া র্ঋা -া | -া -া -া -া র্গা র্ঋা র্সা র্সা | না ধা পা ধা I
মা ॰ গো ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ত ব প দে স ঁপি নু প

১ তুলনীয় : ত্রিতাল

I র্সা -া -া -া | না -র্সা ধা -না | পা না ধা র্সা | না -া -া -া I
রা • • ন্ স • বে • ভা র ত ম ন্ ভা • • ন্

I পা -া -ক্ষা পা | গা -া পা -া | পা পা ঋা -া | সা -া -া -া II
মা • • তৃ ভূ • মি • ক রে আ • হ্বা • • ন্

II সা -া -া সা | গা -া গা -া | মা -া -া ঋা | গা -া -া -া I
এ • • ক ত ন্ত্রে • ক • • র’ ত • • প্

I গা -া -া মা | পা -া মা -া | গা -া -া -া | -া -া -া -া I
এ • • ক ম ন্ত্রে • জ • • • • • • প্

I পা -া -া ক্ষা | পা -া ক্ষা -া | পা -া -া ক্ষা | পা -া ধা -া I
শি • ক্ থা দী ক্ থা • শো • ক্ থ মো ক্ থ •

I পা -া -া -া | পা মা গা ঋা | গা -ঋা সা ন্া | সা -া -া -া I
এ • • ক্ এ ক সু রে গা ও স বে গা • • ন্

I র্সা -া -া র্গা | র্ঋা -া র্সা -া | র্গা -া -া র্ঋা | র্সা -া না -ধা I
দে • শ্ দে শা ন্ তে • যা • ও রে আ ন্ তে •

I পা -া -া না | ধা -া র্সা -া | না -া -া -া | -া -া -া -া I
ন • • ব ন • ব • জা • • • • • • ন্

I গা -া পা -া | ক্ষা -া ধা -া | পা -া না -া | ধা -া র্সা -া I
ন • ব • ভা • বে • ম • হো ৎ সা • হে •

I না -া র্সা -া | -া -া -া -া | র্গা র্সা -র্গা র্গা | না ধা পা ধা I
মা • তো • ° • • • • উ ঠা ও রে ন ব ত র

I র্সা -া -া -া | না -র্সা ধা -না | পা না ধা র্সা | না -া -া -া I
তা • • ন্ স • রে • ভা র ত সন্ তা • • ন্

I পা -া -ক্ষা পা | পা -া পা -া | গা পা মা -া | সা -া -া -া II
মা • • তৃ ভূ • মি • ক রে আ • হ্বা • • ন্

II সা -া -া সা | গা -া গা -া | মা -া -া মা | গা -া গা -া I
শো • • ক ম ন জ ন্ শো • • ক গ ন্ জ ন্

I গা -া -া মা | পা -া মা -া | গা -া -া -া | -া -া -া -া I
না • • ক বি • দ্যু ৎ পা • • • • • • ত্

I পা -া -া ক্ষা | পা -া ক্ষা -া | পা -া -া ক্ষা | পা -া ধা -া I
যা • • হা ত • ত • যা • • হা ধ্রু • ব •

I পা -া -া -া | পা মা গা মা | পা মা পা ন্া | সা -া -া -া I
ভা • • র্ তা হা তে জী ব ন ক র' দা • • ন্

I র্সা -া -া র্গা | র্সা -া র্সা -া | র্গা -া -া র্সা | র্সা -া -না -ধা I
ম • • না দ • লি • স • ব্ ভু লি • • •

I পা -া -া না | ধা -া র্সা -া | না -া -া -া | -া -া -া -া I
হি • ন্ দু মু • স ল্ মা • • • • • • ন্

I গা -া পা -া | হ্মা -া ধা -া | পা -া না -া | ধা -া র্সা -া I
এ • ক • প • থে • এ • ক • সা • থে •

I না -া র্রা -া | -া -া -া -া | র্গা র্রা -র্সা র্সা | না ধা পা ধা I
চ • ল' • • • • • উ ড়া ই য়ে এ ক তা নি

I র্সা -া -া -া | না -র্সা ধা -না | পা না ধা র্সা | না -া -া -া I
শা • • ন্ স • বে • ভা র ত সন্ তা • • ন্

I পা -া -হ্মা পা | গা -া পা -া | গা গা রা -া | সা -া -া -া II II
মা • • তৃ ভূ • মি • ক রে আ • হ্বা • • ন্

# ফরাসি রাষ্ট্রসংগীত 'লা মার্সেই'-এর অনুবাদ

আয়রে আয় দেশের সন্তান
গৌরবের দিন এসেছে ;
অত্যাচাব ওই দ্যাখ্-গগনে
রক্ত-ধ্বজা তুলেছে।
শুনিছ না ক্ষেত্র মাঝে
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার?
ওই আসে বুকের পরে
কবিতে স্ত্রী-পুত্র সংহার।
ধব অস্ত্র পৌরজন
কর ব্যূহ সংগঠন ,
চলো—চলো—মোদেব ক্ষেত্রে
শত্রু রক্ত হোক লিখন।

রাগিণী। ললিত তাল। আড়াঠেকা

গা তোলো রে, নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁইশাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।
ধুতুরা ভ্যারেণ্ডা আদি, ফুটে ফুল নানা জাতি,
স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ি নিয়ে যায় গাড়োয়ান।

* অলীকবাবু। ১ (১৮৭৯)

বাগিণী। পূরবী তাল। কাওয়ালি

গা ঢালো রে, নিশি আগুয়ান, প্রাণ।
'বেল ফুল' 'বেল ফুল' ঘন হাঁকে মালি-কুল,
'বরীফ' 'বরীফ' হেঁকে বরফ-ওলা যান।
শ্যাওড়া-বনে পালে-পাল, ক্যাক্কা-হুয়া ডাকে শ্যাল
আঁস্তাকুড়ে কিচির মিচির ছুঁচোয় করে গান।
হুলো বেড়াল মিয়াও করে, নেংটে ইঁদুর খাচ্ছে ধরে
পেঁচা ভাবে আমার খাবার অন্যে কেন খান।
পড়ল গুড়ুম নটার তোপ, এখনো কি যায় নি কোপ,
একটুখানি দিয়ে হোপ রাখলো আমার প্রাণ।
ভোঁদড়গুলো মারছে উঁকি, ঘুমিয়ে পোলো খোকা খুঁকি,
শ্রীরাম বলেন, হে জানকী, ভাঙবে কি তোর মান?
দ্বিজ বাল্মীকি কয়, এ মান ভাঙবার নয়,
চরণ ধরো হে দয়াময়, নইলে নাইকো ত্রাণ।

* অলীকবাবু। ১ (১৮৭৯)

---

'অলীক বাবু' : প্রথমে 'এমন কর্ম আর করব না' নামে ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত পরে 'অলীক বাবু' নামে ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়।

কেন মলিন মলিন হেরি বিধুবদনী।
কথা ক-না লো, প্রাণে বাঁচা লো,
নইলে গলায় বাঁধিয়া দড়ি মরিব এখনি।
কেন এত মান, কে করেছে অপমান,
বুঝি ভগবান প্রেমে লিখেছে শনি।
প্রেমের তুফান, বাঁচেনাকো প্রাণ,
এখন ভরসা কেবল ঐ চরণ-তরণী।

* অলীকবাবু। ১ (১৮৭৯)

সিন্ধু-ভৈরবী। মধ্যমান

ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখি,
(আমার সাধের পাখি)।
বল্ কে তোরা রাখলি ধরে,
অবলারে দিস নে ফাঁকি।
বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছলে?
কোথা গেল দে গো বলে,
হৃৎপিঞ্জরে ধরে রাখি।
দেখা পেলে একবার,
কভু কি ছাড়িব আর?
চোখে চোখে রাখব তারে ;
আর কি মুদিব আঁখি॥

অশ্রুমতী। ৪।৭ (১৮৭৯)

গান । ঝিঁঝিট

ক্ষমা করো মোরে সখি শুধায়ো না আর
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার।
যে গোপন কথা সখি
সতত লুকায়ে রাখি,
দেবতা কাহিনী সম পূজি অনিবার।

সে কথা কাহারো কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে
লুকালো থাক তা সখি হৃদয়ে আমার।
পূজা করি, শুধায়ো না পূজা করি কারে,
সে নাম কেমনে বলো প্রকাশি তোমারে।
আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার।
ক্ষুদ্র ওই বনফুল পৃথিবী কাননে
আকাশের তারকারে পুজে মনে মনে।
দিন দিন পূজা করি, শুকায়ে পড়ে সে ঝরি
আজন্ম নীরবে রহি যায় প্রাণ তার।

স্বপ্নময়ী। ৩।১ (১৮৮২)

রাগিণী। প্রভাতী

এসো গো এসো বনদেবতা
তোমারে আমি ডাকি,
জটার পরে বাঁধিয়া লতা
বাকলে দেহ ঢাকি।
তাপস, তুমি দিবস রাতি
নীরবে আছ বসি,
মাথার পরে উঠিছে তারা
উঠিছে রবি শশী।
বহিয়া জটা বরষা ধারা
পড়িছে ঝরি ঝরি,
শীতের বায়ু করিছে হাহা
তোমারে ঘিরি ঘিরি।
নামায়ে মাথার আঁধার আসি
চরণে নমিতেছে,
তোমার কাছে শিখিয়া জপ
নীরবে জপিতেছে।
একটি তারা মারিছে উঁকি
আঁধার ভুরু-পর,
জটার মাঝে হারায়ে যায়
প্রভাত রবিকর।

পড়িছে পাতা ফুটিছে ফুল
ফুটিছে পড়িতেছে,
মাথায় মেঘ, কত না ভাব
ভাঙিছে গড়িতেছে।
মিলিয়া ছায়া, মিলিয়া আলো
খেলিছে লুকাচুরি।
আলয় খুঁজে বনের বায়ু
ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি!
তোমার তপ ভাঙাতে চাহে
ঝটিকা পাগলিনী
গরজি ঘন ছুটিয়া আসে
প্রলয় রব জিনি,
ভ্রুকুটি করি চপলা হানে
ধরি অশনি চাপ,
জাগিয়া উঠি নাড়িয়া মাথা
তাহারে দাও শাপ!
এসো হে এসো বনদেবতা
অতিথি আমি তব
আমার যত প্রাণের আশা
তোমার কাছে কব।
নমিব তব চরণে দেব
বসিব পদতলে
সাহস পেয়ে বনবালারা
আসিবে দলে দলে।

স্বপ্নময়ী। ৩।১ (১৮৮২)

কে আমারে বক্ষে করে করেছে পোষণ?
কে মোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা?
ধনধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার।
কে মোর পিতার পিতা, মাতার জননী?
কোথা হতে পিতা মোর পেয়েছেন জ্ঞান?
কোথা হতে মাতা মোর পেয়েছেন স্নেহ?
কে তিনি আমার মাতা?—তিনি জন্মভূমি।

স্বপ্নময়ী। ৩।৩ (১৮৮২)

শুভ (স্বগত)—

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে।
শুনিতেছি নাকি শতকোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত-শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে, আর্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি—ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে মোগলের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তবে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা?
এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগে নি, তখনো একত্রে ভারত মেলে নি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন- শৃঙ্খলে করিতে পূজা।
মোগল-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া।
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া, মোগল চরণে লোটাতে শির—
তাই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!

হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
মোগল-রাজের বিজয় রবে?
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে কজন আছি, আমবা ধবিব আবেক তান।

স্বপ্নময়ী। ৪।৪ (১৮৮২)

বাগিণী। সর্ফর্দা

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি
দেখো বা না দেখো আমায় দেখিব ও মুখখানি।
মনে করি আসিব না, এ মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন যে তা নাহি জানি।
এসেছি দিব না ব্যথা, তুলিব না কোনো কথা,
সাধিব না কাঁদিব না—যাব এখনি।
যেথাই আছ সেথাই থাকো, আর কাছে যাবনাকো,
চোখের দেখা দেখব শুধু—দেখেই যাব অমনি।

স্বপ্নময়ী। ৫।১ (১৮৮২)

গায়িকা।
প্রেম যারা করে, শুকাইয়া মরে,
দিবানিশি মন দহে ;
লোকে কিন্তু বলে, সুখেই শুকায়
সুখেতেই শ্বাস বহে।
লোকে যা বলুক, কিছুই তা নয়,
স্বাধীনতা সম কিছুই নহে,
১ম গায়ক। প্রণয় যেমন, আছে কি তেমন
মিশিলে মনেতে মনে?

মানুষের সুখ কোথা বল দেখি
প্রেমের লালসা, বিনে,
প্রাণ থেকে যদি প্রেম তুলে লও
প্রাণ থেকে সুখ লইবে ছিনে।

২য় গায়ক। প্রেমেতে প্রেমিক খাঁটি থাকে যদি
কি সুখ প্রেমের চেয়ে।
কিন্তু হায় হায়, পাওয়া বড় দায়
বিশ্বাসী সরলা মেয়ে।
আমি বলি, ভালো না বাসাই ভালো
অবিশ্বাসী নারী যত।

১ম গায়ক। কি আছে প্রেমের মত?

গায়িকা। স্বাধীনতা মজা ভারি।

২য় গায়ক। বিশ্বাসঘাতিনী নারী।

১ম গায়ক। তুমি মোর সাত রাজার ধন।

গায়িকা। তুমি রে আমার সোনার চাঁদ।

২য় গায়ক। তোরে হেরি জ্বলে ঘৃণায় এ মন।

১ম গায়ক। সে তো ভালো নয়, দূর কর ঘৃণা,
ও কি ও কথার ছাঁদ!

গায়িকা। বিশ্বাসী সরলা নারী
এখনি দেখাতে পারি!

২য় গায়ক। হায়, হায়, হায়, কোথায় সে জন!

গায়িকা। মোদের জাতির নাম বাঁচাইব,
আমিই রে তোরে সঁপিব মন।

২য় গায়ক। কিন্তু মন তোর, আজ বাদে কাল
অবিশ্বাসী হবে না সে?

গায়িকা। পরখ করেই দেখা যাবে দোঁহে
কে কেমন ভালোবাসে!

২য় গায়ক। চপল যে জন, মরুক্ সে জন।

তিন জনে। এসো মোরা সবে প্রণয়ে মাতি।
প্রণয় কেমন মজার রতন
হৃদয়ে হৃদয় গাঁথি!

হঠাৎ নবাব। ১।২ (১৮৮৪)

খাম্বাজ। আড়খেমটা

টুকটুকে তোর পা দুখানি
আলতা পরাই আয়।
চটক দেখে অবাক হয়ে
সে লো থাকবে চেয়ে ঠায়।
আগে চাই যতন পায়ে
সোনা তখন পরবি গায়ে,
পাখানি ধরলে মনে
মুখের পানে চায়।

হিতে বিপরীত। ৫ (১৮৯৬)

বাংলা ললিত। আড়াঠেকা

বলো বলো প্রিয়ে বলো, আলুর আজ ভাও কি?
কত হল সের আজি পটলের বলো দেখি।
কবে চাল সস্তা হবে, বস্তা বস্তা বিকাইবে,
গমের দরটা সুগম হবে, ধস্তা-ধস্তি যাবে সখি।
মাগ্‌গি হয়েছে বেগুন, একেবারে আগুন,
তাতে আবার খাঁকতি নুন, কিসে বলো প্রাণ রাখি,
কচুপোড়া খেয়ে খেয়ে, দেহটা যাচ্ছে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
এখন শুধু চিঁড়ে-খইয়ে যা কিছু ভরসা, সখি।

হিতে বিপরীত। ৫ (১৮৯৬)

সোহিনী বাহার। আড়খেমটা

বাক্স-ভরা লাকশো টাকা দেখতে কি বাহার,
দেখে দেখে সাধ মেটে না, চোখ ফেরানো ভার।
চাঁদপারা মুখখানি, বশ তাহে রাজারানী,
কিবা ঋষি, কিবা মুনি, মন টলে না কার?
কি নূপুর শিঞ্জিনী, হার মানে রাগ-রাগিণী
অঙ্গে কি মধুর ধ্বনি বাজে গো তাহার॥

হিতে বিপরীত। ৫ (১৮৯৬)

## শকুন্তলা-দর্শনে দুষ্মন্ত

বিধাতা প্রথমে রূপ করিয়া চিত্রিত
পরে তাহা প্রাণ দিয়া করিলা জীবিত।
ত্রিলোক-সৌন্দর্য হতে লয়ে তার সার
রচিলা মানস-পটে সে রূপ তাহার।
স্রষ্টার নৈপুণ্য আর তার সে লাবণ্য
একসঙ্গে আলোচিলে মনে হয় ধন্য!
কি অতুল্য বিধাতার হস্ত-গুণপনা,
কি অপূর্ব নারী-সৃষ্টি রূপে অতুলনা!
অনাঘ্রাত পুষ্প ; কিংবা অলুন পল্লব
ম্লান হয় নাই যাহা কভু নখাঘাতে ;
অবিদ্ধ রতন ; কিম্বা মধু অভিনব
পরশ হয় নি যাহা কভু রসনাতে ;
অখণ্ড পুণ্যের ফল দেবীমূর্তিখানি
নির্মল নির্দোষ অতি, কলঙ্কবর্জিত ;
কার উপভোগ তরে বিধাতা না জানি
এ হেন রমণী-রত্নে করিলা সৃজিত।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা। ২।১ (১৮৯৯)

এসো এসো বসন্ত এ কাননে,
আন কুহুতান প্রেমগান,
আন গন্ধমদ-ভরে অলস সমীরণ,
আন নবযৌবন-হিল্লোল নবপ্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা এ কাননে।
এস থরথর-কম্পিত মর্মর-মুখরিত,
নবপল্লব-পুলকিত ফুল-আকুল মালতী-বল্লী-বিতানে,
সুখছায়ে, মুধবায়ে, এস এস।
এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ উষার কোলে,
এস জ্যোৎস্না-বিবশ নিশীথে,
কল-কল্লোল-তটিনী-তীরে
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে এস এস।
এস যৌবন-কাতর-হৃদয়ে, এস মিলন-সুখালস-নয়নে,
এস মধুর সরম-মাঝারে,

দাও বাহুতে বাহু বাঁধি।
নবীন কুসুম-পাশে রচি দাও নবীন-মিলন-বাঁধন।

পুনর্বসন্ত। ১।২ (১৮৯৯)

ইমন-ভূপালি-একতাল

১ জন।—উহুহু হুহুহু, হিহিহি হিহিহি, এ কি রে শীত
বাপ্ রে।
২।—দুরু দুরু দুরু, গুড়ু গুড়ু গুড়ু, বুকে ধরেছে
কাঁপ্ রে?
৩।—দেখ রে দাদা, গাদা গাদা বরফের চাপ্ রে।
৪।—উঁচু চূড়ো দেখে খুড়ো লেগে যায় যে তাক্ রে।
১।—উঠ্‌তে নাব্‌তে, ঘুরতে, ফিরতে লাগে যে বুকে
হাঁপ রে।
২।—শুক্‌নো তরু, রুক্ষ মরু, নাহি সব্‌জি শাক রে।
৩।—প্রাণ আই-ঢাই করে রে সদাই, না শুনি শেয়াল-
ডাক্ রে।
৪।—(আবার) নন্দী দাদা দেয় রে বাধা, ছাড়্‌লে
একটু হাঁক্ রে।
৩।—ভোলাই জানে, কি সুখ ধ্যানে, মুদে তিনটি
আঁখ রে।
১।—(ওরে!) দাদা এসে ঝট্, দেবে পটাপট্, ওসব
কথা থাক্ রে।
৩।—বল্ কি করি, প্রাণে যে মরি, থাকিয়ে চুপ্-
চাপ্ রে।
৪।—তড়াক্ তড়াক্ দে রে তবে লাফ, যদি চাস গায়ে
তাপ রে॥৪॥

ধ্যান-ভঙ্গ। ১।২ (১৯০০)

মিশ্র-ভূপালি-একতাল

১। এ কি রে ভাই! সে সব কোথায়,
আর সে বরফ নাই তো!

২। তাই তো রে ভাই
৩। তাই তো দাদা
৪। কোথায় সে সব তাই তো।
১। (এ কি রে ভাই!)
ছিল সাদা, হল সবুজ, করলে যে অবাক্।
২। (আর) ফুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে
সারা হল যে নাক।
৩। (আর) কোকিল-ডাকে হল যে ভাই
কানটা ঝালাপালা।
৪। (হ্যাঁ ভাই?) শ্মশানে সেই ডাকতো পেঁচা
কেমন মধু ঢালা?
১। (আহা!) হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া,
ডাক্‌তো কেমন শেয়াল?
২। (আর) ঘেউ ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ,
নেড়ী কুত্তার পাল?
৩। (আবার) জ্বল্‌তো কেমন চিতায় আগুন,
কেমন সে রোশ্‌নাই?
৪। (আর) মাংস পুড়ে কেমন দাদা
গাদা হত ছাই?
১। কোনও সুখ্‌ই নাই রে দাদা (হেথা)
কোনও সুখই নাই।
২। ভদ্রলোকে আসে কি গো
এমন খারাপ ঠাঁই?
৩। আচ্ছা মোরা ভোলার পাকে
পড়েছি হেথা আটকা।
৪। (আবার) মেলে না কিছু পচা-ধসা
সবই এখানে টাটকা।
১। (আহা) শ্মশানেতে ছিলুম ভাল,
কেন এনু হেথা?
২। এখানে ভাই পাইনে দেখ্‌তে
একটা মড়ার মাথা।
৩। মাথা থাকুক দূরে দাদা
পাইনে একটা হাড়।
৪। (আর) হাতের সুখও হয় না হেথা
মট্‌কে কারও ঘাড়।
১। (আরে!) চুপ্ কর্, চুপ্ কর্ রে তোরা,
করিস্‌নে ভ্যান্ ভ্যান্।

ঠ্যাং ভাঙবে নন্দী দাদা ভাঙ্‌লে বাবার ধ্যান
২। (আচ্ছা) ধ্যান-ধ্যান যে বলিস্‌ খুড়ো,
ধ্যান জিনিস্‌টা কি?
১। থাম্‌ রে মুখ্‌খু, থাম রে তুই,
সে তোর মাথার ঘি।
ধ্যান করাটা কাকে বলে,
তাও জানিস্‌নে তুই?
(আরে) তাকেই বলে যখন মোরা
বোসে বোসে ঘুমুই।
২। (ও!) এখন বুঝনু, এখন বুঝনু,
ভাগ্যি ছিল খুড়ো,
তাই তো মোরা পাই একটু জ্ঞানের খুদ-কুঁড়ো।
১। (আরে!) সোর করিস্‌নে, সোর করিস্‌নে,
আসতে কথা ক।
নন্দী দাদা এলেই তখন বনে যাবি রে থ।
২। আস্‌বে যখন, থাম্‌বো তখন,
করিতো এখন ফূর্তি,
৩। আয়তো রে ভাই, ধরি সবাই
মোদের নিজ মূর্তি।
৪। ধর্‌তো রে সেই গানটা খুড়ো,
মন্‌টা খুলে গাই।

ধ্যান-ভঙ্গ। ১।২ (১৯০০)

দক্ষিণ-অয়ন-কাল করিয়া লঙঘন,
কুবের-রক্ষিতা নারী উদীচীর পাশে
যাইতে উদ্যত হল নায়ক তপন ;
দক্ষিণের দিগঙ্গনা অমনি হুতাশে
দুঃখের নিঃশ্বাস মুখে করে বিসর্জন।
অশোকের স্কন্ধ হতে ছাইয়া অমনি
পল্লব সহিত পুষ্প ফুটিল হরষে,
না করি অপেক্ষা আর নূপুর-শিঞ্জিনী
—সুন্দরী-কুলের চারু চরণ-পরশে॥
কচি পল্লবেতে রচি চারু পক্ষখানি
সমাপ্তি লভিল যেই নব চূত বাণ,
বসন্ত অমনি তথা অলিবৃন্দে আনি

অক্ষরে রচিল যেন মদনের নাম॥
কর্ণিকার ফুল-বর্ণ এমন সুন্দর
তবু গন্ধহীন বলি ক্ষুব্ধ হয় প্রাণ।
একাধারে সব গুণ করা একত্তর
বিধাতার প্রবৃত্তি বড়ই তাহে বাম॥
লোহিত-বরণ অতি কুসুম-পলাশ
বক্র যথা নব ইন্দু অপূর্ণ-বিকাশ,
বসন্তের সমাগমে বনস্থলী যত
শোভিতে লাগিল যেন সদ্যো-নখ-ক্ষত॥
করিল বসন্ত-লক্ষ্মী অঞ্জন-রচনা
বসাইয়া সারি সারি ভৃঙ্গ অগণনা,
তিলক কাটিল মুখে তিলক-কুসুমে,
চূত-কিশলয় ওষ্ঠ রঞ্জে বালারুণে॥
মর্মর-শবদে যথা জীর্ণ পর্ণ ঝরে
হেন বনে উদ্ধত হইয়া মৃগকুল
অনিলের অভিমুখে চরে মদভরে,
শিয়াল-মঞ্জরী-রঙ্গে নয়ন আকুল॥
আস্বাদিয়া বসন্তের নব চূতাঙ্কুর
তেজোভরে গাহে পিক অতি সুমধুর।
মনস্বিনী মানিনীর মান ভাঙিবারে
পিক-রবে যেন স্মর আদেশ প্রচারে॥
হিম-ঋতু-অপগমে কিন্নর-রমণী
বিশদ-অধরা হল, পাণ্ডুর-বদনী
বিচিত্র তাদের মুখে চিত্র পত্র লেখা,
স্বেদ-বারি বিন্দু-বিন্দু দিল তাহে দেখা॥
তপস্বী যতেক ছিল শিবের আশ্রমে,
অকালে হেরিয়া মধু-ঋতু সমাগমে,
বহু যত্নে, কোন মতে, বশ করি মন
মনোবিকারের বেগ করে সম্বরণ॥
উদ্যত-কুসুম-ধনু রতির সহিত
এই ঠাঁই মদন হইলা উপনীত।
সঞ্চারিল প্রেম-রস জীবগণ-মাঝে,
মিথুনের ভাব সবে প্রকাশয়ে কাজে॥
মধুকর অনুসরি আপনার বধূ
একই পাত্রে দুই জনে পান করে মধু।
কৃষ্ণসার মৃগী-তনু করে কণ্ডূয়ন,

সুখ-বশে মুদে আসে তাহার নয়ন॥
পদ্ম-গন্ধী জল মুখে গণ্ডুষ করিয়া
মাতঙ্গিনী মাতঙ্গেরে দেয় পিয়াইয়া।
কিম্পুরুষ-নারী মুখে বিরচিত পত্রের রচনা,
পুঁছিয়া গিয়াছে অল্প,
ফুটি তাহে স্বেদ-বারিকণা॥
কুসুম-আসব পানে তাহাদের ঘূর্ণিত নয়ন,
কিম্পুরুষ গীত-মাঝে প্রিয়া মুখ করয়ে চুম্বন॥
তরুগণে লতাবধূ
অননত শাখা-ভুজে করিল বন্ধন ;—
ওষ্ঠ নব-কিশলয়,
কুসুম স্তবকগুচ্ছ তাহাদের স্তন॥
গাহিছে অপ্সরাগণ অতি মনোহর
তবুও শঙ্কর দেব ধ্যানেতে তৎপর।
যে পুরুষ আপনি গো আপনার প্রভু
কোন বিঘ্ন টলাইতে নারে তারে কভু॥
লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করে হেম-বেত্র করিয়া ধারণ
মুখেতে তর্জনী রাখি ইঙ্গিত-আভাষে
'চপলতা ছাড়্' বলি ভূতগণে শাসে॥
নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত দ্বিরেফ,
নীরব বিহঙ্গ, শান্ত মৃগ-পদ-ক্ষেপ।
নন্দীর আদেশমাত্র সমস্ত কানন
চিত্র সম রহে স্থির যেথা যে যেমন॥
পুরস্থ শুক্রের সম
নন্দীর দর্শন-পথ করি পরিহার
ধ্যান-স্থানে পশে কাম
নমেরু-সংশ্লিষ্ট শাখা যেখানে বিস্তার।
আসন্ন মরণ নাকি তাই স্মর এবে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে
দেবদারু বেদীপরে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত
পূর্ব্বকায় ঋজু স্থির—বীরাসন-ধৃত।
নত দুই স্কন্ধদেশ—পাতা করতল
অঙ্ক-মাঝে আহা যেন ফুল্ল শতদল।
জড়ানো জটাকলাপে ভুজগ-বন্ধন,
অক্ষমালা দুইফের কানেতে বেষ্টন।
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন পরিধান গায়,

হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায়।
স্তিমিত নয়নতারা কিঞ্চিৎ প্রকাশ,
ভূরুদ্বয়ে বিকারের নাহিক আভাষ
পলক নাহিক নেত্রে—নাহিক স্পন্দন,
অধোদৃষ্টে নাসিকাগ্র করেন দর্শন।
প্রাণ-আদি অন্তর্বায়ু হয়েছে নিরোধ,
অবৃষ্টি-জলঙ্গ-ঘটা যেন হয় বোধ।
অথবা তরঙ্গহীন সাগরের সম,
নিবাত নিষ্কম্প-শিখা প্রদীপটি যেন।
জ্যোতির অঙ্কুর ব্রহ্মরন্ধ্রে বহির্গত,
ললাটের নেত্র দিয়া পায় যেন পথ,
মৃণালের সূত্র হতে আরও সুকুমার,
ম্লান নব শশধর নিকটে তাহার।
নবদ্বার রোধ করি সমাধির বলে
মনেরে স্থাপন করি হৃদি-মধ্য-স্থলে।
আত্মদর্শী ঋষিগণ
        অবিনাশী পুরুষ বলি জানেন যাঁহারে
পরম-আত্মায় সেই
        শঙ্কর দেখেন নিজ আত্মার মাঝারে॥
মনেরো অধৃষ্য সেই দেব মহেশ্বর
অদূব হইতে তাঁরে করিয়া দর্শন
ভয়ে মদনের হস্ত কাঁপি থরথর্
ধনুর্বাণ পড়ে খসি, না জানে কখন্॥
হেনকালে পারবতী আইলেন তথা,
পিছে তাঁর দুই জন অরণ্যদেবতা।
কন্দর্পের বীর্য ছিল নিভনিভ প্রায়
উদ্দীপিত হল এবে রূপের ছটায়।
বসন্তকুসুম যত আভরণ তাঁর :—
'অশোক' সে পদ্মরাগে করে তিরস্কার,
'কর্ণিকার' হেমদ্যুতি করিলা হরণ,
'সিন্ধুবার' মুক্তারূপে করেন ধারণ।
স্তনভারে চারুতনু ঈষৎ নমিত,
তরুণ অরুণ-রাগে বসন রঞ্জিত।
পর্যাপ্ত-কুসুম-ভারে কিঞ্চিত আনতা
আহা যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।
বকুল-মেখলা পড়ে খসিয়া খসিয়া
রাখিছেন পুন পুন আটক করিয়া।

যেন রে বাছিয়া স্থান স্থানজ্ঞ মদন
ধনুতে দ্বিতীয় ছিলা করিলা স্থাপন।
ভ্রমর তৃষিত হয়ে সুগন্ধি নিশ্বাসে
ঘুরিয়া বেড়ায় বিম্ব-অধরের পাশে।
চঞ্চল নয়নপাতে উমা প্রতিক্ষণ
লীলা-শতদল নাড়ি করেন ধারণ।
যাঁর রূপরাশি হেরি লজ্জা পায় রতি
অকলঙ্ক সে উমাবে নবখিয়া তথি
জিতেন্দ্রিয় শূলীপবে স্বকার্য সাধিতে
ভরসা পাইল স্মর পুন নিজ চিতে।
এমন সময়ে নিজ ভবিষ্যৎ-পতি
মহেশের দ্বারদেশে আইলা পার্বতী।
শম্ভুও পরম-জ্যোতি পরম-আত্মায়
নিরখি হলেন ক্ষান্ত ধ্যান-ধারণায়।
ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু করিয়া মোচন
শিথিলিলা অঙ্কবদ্ধ দৃঢ় বীরাসন।
তখন শেষের সেই ফণার উপর
ধরণীর ভার হল অতি কষ্টকর।
নন্দী হর-পদতলে প্রণিপাত করি
নিবেদিল 'সেবা তরে আইলা গউরী।'
ভ্রূক্ষেপ ইঙ্গিতমাত্রে পেয়ে অনুমতি,
নন্দী গিরিনন্দিনীরে পশাইল তথি।
উমার সে সখী দুটি প্রণমিয়া শঙ্কর-চরণ
পল্লব-জড়িত পুষ্প পদতলে করিল অর্পণ।
উমাও বৃষভধ্বজে প্রণমিলা ভকতির ভরে,
সুনীল কুন্তল হতে কর্ণিকার পুষ্প ঝরি পড়ে।
'একপত্নী পতি হোক' হর-মুখে বাহিরিলা কথা
যথার্থ আশিস সেই—ঈশবাক্য না হয় অন্যথা।
বহ্নিমুখ-কামী কাম পতঙ্গ সমান
অবসর বুঝি করে বাণের সন্ধান।
উমার সমক্ষে ধরি পুষ্প-শরাসন
মুহুর্মুহু ধনুর্গুণ করে আকর্ষণ।
হেনকালে পারবতী তাম্ররুচি-পাণি
মন্দাকিনী পদ্মবীজ-মালা-গাছি আনি
(সূর্যকর-বিশোষিত সেই বীজমালা)
তাপস শঙ্কর-করে আরোপিলা বালা।

ভকত-বাৎসল্য হেতু যেমন শঙ্কর
লবেন সে মালা-গাছি করিয়া আদর।
অমনি অব্যর্থ বাণ নাম সম্মোহন
শরাসনে যুড়িল কুসুম-শরাসন।
চন্দ্রোদয়ারম্ভে যথা জলধির জল
হইল হরের মন ঈষৎ চঞ্চল।
বিম্বাধন-সুশোভনা উমাপানে তখনি মহেশ
সমগ্র ত্রিনেত্র তাঁর একেবারে করিলা নিবেশ।
উমাও মনের ভাব পারিল না রাখিতে গো ঢাকি,
তনুটি কদম্ব সম পুলকিল, বিভ্রমিল আঁখি।
ঈষৎ বাঁকায়ে মুখ রাখে অতঃপর
তাহে মুখখানি হল আরো মনোহর।
বশিত্ব-প্রভাবে এবে যতি মহাদেব
মুহূর্তেকে সম্বরিয়া ইন্দ্রিয়-আবেগ,
বিকারের হেতু কিবা জানিবার তরে
করিলা নয়নপাত দিগদিগন্তরে।
দেখিলেন, কামদেব ধনুখানি করি চক্রাকার
(দক্ষিণ-আপাঙ্গে বদ্ধ করমুষ্টি, স্কন্ধ নত আর)
আকুঞ্চিয়া বাম পদ করে অবস্থান,
উদ্যত হইয়া আছে প্রহারিতে বাণ।
তপস্যার ভঙ্গে রোষ বাড়িল তখন
ভীষণ ভ্রূভঙ্গে হল দুষ্প্রেক্ষ্য আনন।
তৃতীয় নয়ন হতে বহ্নিশিখা অমনি ছুটিল
'সংহর সংহর ক্রোধ' দেবগণ বলিয়া উঠিল।
চরিতে লাগিল হোথা দেবগণ-বাণী,
হেথা হল ভস্মশেষ স্মরতনুখানি॥

কুমার-সম্ভব। ৩ (১৯০০)

বাহার, তেওড়া

(আজি) আইল বসন্ত, হিম-ঋতু অন্ত,
প্রকৃতি আনন্দে হাসিছে।
তরুলতাগুলি, অলসে হেলিদুলি
হরষে কোলাকুলি করিছে।

যতেক ফুল-বালা, লয়ে পরাগ-ডালা
মরি কি ফাগ-খেলা খেলিছে।
ভ্রমরা গুনগুন গাহে ফাগুন-গুণ
অশোক কুঙ্কুম হানিছে।
পবন সুমন্দ ফুল-রেণু-অন্ধ
মরি কি সুগন্ধ ঢালিছে।
লুটায়ে গিরিপবি, নিঝর পড়ে ঝরি
উৎস-পিচকারি ছুটিছে।
কিশোরী সাথে হরি খেলিবে আজ হোরি,
রঙ্গে ব্রজপুরী মাতিছে॥

বসন্ত-লীলা। ১ (১৯০০)

কাফি-সিন্ধুড়া, ঝাঁপতাল

শ্যাম তব পায়ে ধরি
খেলো না আমা সনে হোরি।
দিও না দিও না গো অঙ্গে আমারি
আবীর পীচকারি।
রাঙায়ো না মোর সাধের নীলাম্বরী,
রাখো এ মিনতি মুরারি।
খেলো না আমা সনে হোরি।
ছলি ননদিনী এনু গো শ্রীহরি
জল আনা ছল করি।
কত কথা শুনাবে ঘরে গেলে ফিরি।
যাব যে গো লাজে মরি
খেলো না আমা সনে হোরি॥

বসন্ত-লীলা। ৩ (১৯০০)

মিশ্র-সিন্ধু, ঝাঁপতাল

যত দিন দেহে প্রাণ রহিবে,
আমি তোমারি, আমি তোমারি।
যে দিন তোমায় চোখে দেখেছি

সেই দিনই তোমায় প্রাণ সঁপেছি
তখনি হৃদে এই স্থির জেনেছি,
আমি তোমারি আমি তোমারি।
যদি না এসো কাছে না বসো
মুখের দুট কথা বলে, যদি না তোষ
অন্তরে আমারে ভালো না বাস তবু তোমারি।

বসন্ত-লীলা। ৪ (১৯০০)

নৃত্য করে শূলপাণি তাধিয়া তাধিয়া
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী আনন্দে মাতিয়া।
তাহা শুনি ডাকি উঠে কার্তিক-ময়ূরে,
ফণি-পতি ভয়ে পশে গণপতি-শুঁড়ে।
চীৎকার করিয়া কাঁপে ভয়ে গজানন,
গণ্ড হতে ভৃঙ্গ গুঞ্জি করে পলায়ন।
এই সেই সিদ্ধিদাতা দেব বিনায়ক
চিরকাল তোমাদের হউক রক্ষক।

*

ভুজঙ্গ-লতিকা-মালে বদ্ধ জটাজাল,
চূড়াদেশে বিভূষিত কপালের মাল,
মন্দাকিনী-অম্বুরাশি ঝরিতেছে তায়,
ললাটে লোচন-জ্যোতি বিদ্যুতের প্রায়,
কোমল কেতক-শিখা-সম ইন্দু শোভে,
রক্ষুন শঙ্কর সেই তোমাদের সবে।

*

নয়নে পক্ষ্মের পাঁতি পিঙ্গল বিদ্যুৎ-ভাতি
ঈষৎ মেলিলে যাহা বিশ্ব ভস্ম হয়,
তাপি যার তাপে ইন্দু, সুধামৃত বিন্দু বিন্দু
ঝঙ্কারিয়া মৃদুমন্দ অপাঙ্গেতে বয়,
সেই শম্ভু ত্রিনয়ন, মদন-তনু-দহন
রক্ষণ করুন সবে নাশি দুঃখ-ভয়।

মালতী-মাধব। নান্দী (১৯০০)

স্তন-ভারে আনমিতা
গিরিজা গেলেন যবে শম্ভু-আরাধনে,
পদাঙ্গুলে ভর দিয়া
পুষ্পাঞ্জলি শিরে তাঁর দিবেন যতনে
অমনি ত্রিনেত্র তাঁর
পড়িল তাঁহার পরে অনুরাগ-ভরে।
পারবতী পুলকিতা
সাধ্বস-কম্পিত-তনু—স্বেদ-বিন্দু ঝরে।
লজ্জা-বশে থতমত
পুষ্পাঞ্জলি হস্ত হতে হইল পতন
সেই শম্ভু তোমাদের করুন রক্ষণ।

অপি :

প্রথম সঙ্গম-কালে
সত্বর যাইয়া গৌরী মনের ঔৎসুক্যে
ফিরিয়া আইলা লাজে,
সখীজন বলি-কহি আনয়ে সম্মুখে।
গিরিজারে পেয়ে হর
হাসিতে হাসিতে করে আলিঙ্গন দান,
গৌরী তাহে পুলকিতা
—সরস সাধ্বস-বশে তনু কম্পমান।
—এহেন পার্বতী তোমা করুন কল্যাণ॥

রত্নাবলী। নান্দী (১৯০০)

"সমাধির ছল করি কোন্ প্রেয়সীরে তুমি
করিছ চিন্তন?
ক্ষণেক উন্মীলি চক্ষু, এই কামাতুর জনে
কর গো দর্শন।
পরিত্রাতা হইয়াও তুমি তো গো এ বিপদে
নাহি কর ত্রাণ,
মিথ্যা কারুণিক তুমি— নির্দয় আছয়ে কেবা
তোমার সমান?"

—এইরূপ ঈর্ষাভরে কামিনীরা তিরস্কার
করেন যাঁহারে
সেই প্রভু বুদ্ধ-জিন সতত করুন রক্ষা
তোমা সবাকারে।
আকষি-কার্মুক কাম ;— ঢাক-ঢোল বাজাইয়া
কাম-অনুচর সব উদ্দাম উদ্ধত ;
ভ্রূভঙ্গ উৎকম্প জৃম্ভ, মৃদুহাস্য লোল-দৃষ্টি
হাব-ভাব প্রকাশিয়া দিব্যাঙ্গনা যত ;
নতশিরে সিদ্ধগণ ; বিস্ময়ের বশে ইন্দ্র
হয়ে লোমাঞ্চিত ;
দেখিল গো যে পুরুষে :—ধ্যান-যোগে লভি জ্ঞা
নহে বিচলিত ;
—সেই সে মুনীন্দ্র বুদ্ধ তোমা সবাকারে রক্ষা
করুন নিয়ত।

নাগানন্দ। নান্দী (১৯০২)

২

পিতার সম্মুখে থাকি
ভূতলে যে শোভার উদয়,
সিংহাসন-পরে বসি
সেই শোভা কভু কি গো হয়?
পিতার চরণ সেবি হয় যেই সুখ
সমস্ত সাম্রাজ্যলাভে হয় কি সেরূপ?
সে সন্তোষ হয় মনে পিতার পাতের অন্ন
করিয়া ভোজন
কভু কি সেরূপ হয় যদিও গো করি ভোগ
এ বিশ্ব-ভুবন?
যে করে সাম্রাজ্য-ভোগ
গুরুজনে করি পরিহার
নাহি তাহে কোন সুখ,
সে রাজত্বে ক্লেশমাত্র সার।

নাগানন্দ। ১ (১৯০২)

৩

স্তন-ভারে তনু-মধ্য একে তো কাতর,
তাহে পুন হার ন্যস্ত তাহার উপর।
নিতম্বের ভারে উরু শ্রান্ত অবিরাম,
তাহে পুন তদুপরি রহে কাঞ্চীদাম।
না সহে উরুর ভার যে চারু চরণে
তাহাতে নূপুর পুন সহিবে কেমনে?
দেহের অঙ্গই তব ভূষণবিশেষ
অলঙ্কার বহি কেন মিছে পাও ক্লেশ?

নাগানন্দ। ৩ (১৯০২)

নান্দী :

নারীর যে কুলগুরু যে করে গো তাহাদের
প্রেম-দীক্ষা দান,
রোহিণী-বল্লভ শশী —তাহারি গো প্রিয়সখা
যে অনঙ্গ কাম,
কুসুমের শর দিয়া যে করিল জয় সেই
দেব মহাদেবে,
প্রেম-লীলা-নাটকের সে সূত্রধারের জয়
বল সবে এবে।

*

নেত্র দগ্ধ সে অনঙ্গ, যাহাদের নেত্রেতেই
পায় পুন প্রাণ,
বিরূপাক্ষ-বিজয়িনী সেই সুলোচনাদের
করি স্তুতিগান।

*

শিবাঙ্গ-ভুজঙ্গ-ভয় প্রশমন তরে
ঔষধির চূর্ণ যে গো নিজ অঙ্গে ধরে ;
শিব-কণ্ঠ-বিষ লাগি মহাবীর্য মণি যে গো
নিজ করে করয়ে ধারণ।
ভূত-ভয় নিবারিতে কুল-বৃদ্ধ-বিনির্দিষ্ট
মন্ত্র যে গো করে উচ্চারণ

—বিবাহের কালে সেই    ভীতা প্রীতা অদ্রিসুতা
তোমাদের করুন রক্ষণ।

বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা। নান্দী (১৯০৩)

শুভ হোক্ ভারতীব,    ব্যাস আদি কবিরাও
হোন্ আনন্দিত ;
বিদ্বজ্জন-গণ-প্রিয়    অন্যদেরো শ্রেষ্ঠ বাণী
হোক প্রচলিত ;
বৈদর্ভী, মাগধী, আব    প্রসিদ্ধ পাঞ্চালী রীতি
করুক মোদের প্রভা দান ;
কাব্যেতে নিপুণ যাবা    করুক চকোর সম
এই কাব্য-জ্যোৎস্না-সুধা পান।

*

আলিঙ্গন-বিভ্রমেব নাহি যাতে যোগ,
উৎপাদিত নাহি যাতে চুম্বন-উদ্যোগ,
নাহি যাতে ঘন ঘন অঙ্গ-সঞ্চালন,
এ হেন অনঙ্গ-বতি কর আস্বাদন।

*

শশি-কলা-বিভূষিত    দেবতাগণেব প্রিয়
সুরতাভিলাষী যেই
হর ও পার্বতী
—তাঁহাদেব সম্মিলিত    পরিশুদ্ধ নিরমল
হউক গো তোমাদের
সুখকর অতি।
ঈর্ষা-কোপ-প্রশমিত    প্রণত হইয়া যিনি
চন্দ্র-কলা-শুক্তিপূর্ণ স্বর্গ-গঙ্গাজলে
জ্যোৎস্না-মুক্তা-ফলরূপ    অর্ঘ্য দেন ত্বরা করি
দুই হস্তে গিরিসুতা-চরণ-কমলে
—সে হরের জয় জয় বল গো সকলে।

কর্পূর-মঞ্জরী। ১ (১৯০৪)

পাণ্ড্যদেশ-কামিনীর গণ্ডদেশ-মাঝে করি
পুলক বিস্তার,
কাঞ্চী-দেশ-রমণীর খণ্ডি মান, প্রাতঃ-সন্ধ্যা
দুই দুই বার,
লোলা চোলাঙ্গনাদের সুরত-উৎসব কেলি
করিয়া প্রবল,
কর্ণাট-অঙ্গনাদের কুণ্ঠিত-কুন্তল রাশি
করায়ে চঞ্চল,
"কুন্তল"-বাসিনীদের কান্ত-সনে স্নেহ-গ্রন্থি
করিয়া বন্ধন।
মন্দ মন্দ বহে কিবা মলয়-শিখর-বাসী
শীতল পবন।

দ্বিতীয়।— এখানেই :—

ফুটেচে চম্পক দেখ, কুঙ্কুম-রসেতে লিপ্ত
মহারাষ্ট্র-রমণীর কপোলের ন্যায় ;
ফুটেচে মল্লিকাকলি স্বল্পমাত্র-আলোড়িত-
দুগ্ধ-সম মুগ্ধ-কান্তি রূপসীর প্রায় ;
বৃন্ত-মূলে শ্যামবর্ণ, অগ্রভাগে লগ্ন অলি
—এহেন কিংশুক শোভমান ;
মনে হয়, দুই দিকে বসি যেন মধুপেরা
মধু তার করিতেছে পান।

কর্পূর-মঞ্জরী। ১ (১৯০৪)

দৃষ্টি যার মনোহর তরল ধবল,
তার উপযুক্ত কি গো এ ছার কজ্জল?
সুবিস্তীর্ণ স্তন যার কলসের প্রায়,
এই ছার হার কি গো তাহে শোভা পায়?
জঘন-ফলক যার শোভে চক্রাকারে,
কাঞ্চী-আড়ম্বর কেন তার চারিধারে?
এমন সুন্দরী যে গো—ভূষণ তাহার
দূষণ নামের যোগ্য—কি কহিব আর।

*

ত্রিবলী-অঙ্কিত নাভি, তুঙ্গস্তন স্পর্শে বাহুমূল,
উচ্ছ্বসিত সুনিতম্ব, সুচিকণ স্নানের দুকূল,
এসবে সূচিত হয় সৌন্দর্য তারুণ্য—নাহি ভুল।

*

সুন্দর যে স্বভাবত অলঙ্কারে বিকসিত
হয় তার রূপ।
সাঁচ্চা মণি, বিভুষিত হইলে কাঞ্চনে, ধরে
শোভা অপরূপ॥

*

বেশ-বচনাব গুণে নিতম্বিনী সুন্দবীবা
মূঢ়-চিত্ত করয়ে হরণ ;
স্বভাব-সৌন্দর্য কিন্তু সুবসিক জনদের
হৃদয়েরে করে আর্কষণ।
শর্করা-সংযোগে কভু এই দ্রাক্ষারস
নাহি হয় আস্বাদনে মধুর সরস।

*

যে সুন্দরী পীনস্তনী আকর্ণ বিস্তৃত যার
নয়ন-অপাঙ্গ,
চন্দ্র-সম মুখচন্দ্র, লাবণ্য-প্রবাহে যার
সিক্ত সর্ব-অঙ্গ,
যতই কর না কেন বেশভূষা পরিপাটি
তাহাতে রূপ কি তার
তিলমাত্র হইবে বর্ধন?

*

প্রকৃত কথাটি এই — সকল ভূষণ দেহে
হইলেও সংযোজিত
আসলের না হয় খণ্ডন॥

*

কৃত্রিম সে অলঙ্কারে কি হইবে কাজ?
প্রতারণা-তরে শুধু নটীদের সাজ।

নিজ অঙ্গ হয় যদি জনমনোহর
তবেই সে অঙ্গনাকে দেখায় সুন্দর।
অকৃত্রিম সুদুর্লভ রূপরাশি, যে নারীর
সর্ব-অঙ্গ ছায়,
সুখের যৌবন-কালে বেশভূষা প্রসাধন
সে কি কভু চায়?

*

পরীক্ষিতে তাপ তাঁর সখীগণ স্তনদেশ,
দেখে হাত দিয়া,
তাপদগ্ধ হয়ে কিন্তু সেই হাত পুন পুন
লয় সরাইয়া।
এ হতে অধিক আছে সুখকর ত্রাসকর
কথা এক—করুন শ্রবণ—
হস্তছত্রে নিবারিয়া চন্দ্রের কিরণ, তিনি
বিভাবরী করেন যাপন।

*

সমাচ্ছন্ন করি যত পুরনারীগণের আনন,
লাবণ্য-জোছনা-জলে প্রক্ষালিয়া গগন-প্রাঙ্গণ,
দর্শক-রমণীদের হৃদয়-নিহিত দর্প
একেবারে করিয়া দলন,
দোলা-লীলাভরে, কিবা সরল তরল ভাবে
দেখা দেয় ওই চন্দ্রানন।

*

সুধবল- ধ্বজ-পটে শোভমান উচ্চ পুরদ্বারে
সুর-নারী-ব্যোমযান ঘণ্টারবে যেমতি সঞ্চারে,
সেইরূপ দোলাখানি জনচিত্ত করিয়া হরণ
ঊর্ধ্ব-অধঃ-আকর্ষণে, কভু করে প্রাকার লঙ্ঘন,
কভু বেগে ওঠে নামে, আসে যায়—অতি মনোরম।

*

রম্-ঝম্-রম্-ঝম্ বাজে কিবা রতন-নূপুর ;
ঝম্-ঝন্ বাজে হার—মেখলার কিঙ্কিণী
ঝিনি-ঝিনি বাজে সুমধুর ;
চঞ্চল বলয়াবলী—শিঞ্জাধ্বনি তাহে মনোরম

চন্দ্রাননা ললনার এ হেন হিন্দোল-লীলা
কার চিত্ত না করে হরণ?

*

উপরিস্থ-স্তন-ভারে হইয়াছে ভারাক্রান্ত
চরণ-কমল-যুগ তার।
নূপুর শিঞ্জিত-রবে মনমথ যেন ডাকে
কামী জনে করিয়া ফুৎকার।
দোল-লীলা-লম্পট চক্র-সম গোলাকার
সুন্দরীব জঘন-পরিসর।
কাঞ্চী-মণি-কিঙ্কিণী রব-চ্ছলে করে ব্যক্ত
হরষের অস্ফুট স্বর।
দোলনের আন্দোলনে সরি সরি পড়ে যেই
মুক্তাবলী-হার
—পুষ্পবাণ-নৃপতির কীর্তি-লতা যেন উহা
করে গো বিস্তার।
সম্মুখের সমীরণ সরায়ে উপরি-বস্ত্র
অন্য অঙ্গ করে প্রদর্শন ;
—মদনে ডাকিয়া আনি আদরে যতনে যেন
পার্শ্বদেশে করয়ে স্থাপন।
শ্রবণ-ভূষণ দুটি কুঙ্কুম-লিপ্ত গণ্ড
ঘরষয়ে দোলনের বলে ;
কতবার হল দোল সকৌতুকে তারি যেন
সংখ্যাপাত করে রেখাচ্ছলে।
দীঘল নয়ন দুটি ঝটিতি হয় গো ফুল্ল
কৌতূহল-সুখে ;
পঞ্চবাণ মনমথ পদ্ম-শর যোড়ে যেন
আপন ধনুকে।
দোলনের রসে ভঙ্গ কভু যাতে নাহি ঘটে,
স্মর তাই হয়ে সমুৎসুক,
থাকি থাকি বারম্বার হানে যেন পৃষ্ঠ-দেশে
বেণী-রূপ মদন-চাবুক।
এ-হেন বিলাসোজ্জ্বল দোলনের চিত্র মনোহর
কার চিত্তে নাহি লিখে সুনিপুণ স্মর-চিত্রকর?

*

মাঞ্জিষ্ঠী-বরণ ওষ্ঠ অঙ্গ-যষ্টি—অভিনব.
কাঞ্চন-সদৃশ সমুজ্জ্বল ;

বাল-ইন্দু-ধবলিমা, বিজয়িনী চারু দৃষ্টি,
অঞ্জনাভ সুচারু কুন্তল ;
হরিণী-চঞ্চল আঁখি, কতরূপ বেখা এতে
করয়ে বিলাস ;
মহাদর্প কন্দর্প যুব-জন-জয়ে যেন
পূর্ণ-অভিলাষ।

*

হস্ত-পদ কিশলয় নেত্রযুগ কুবলয়,
মুখ ইন্দু-প্রায় ;
তনুটি চাঁপার কলি, তবু চিত্ত উঠে জ্বলি
কি আশ্চর্য হায়!

*

"ফুল ধরে কুরুবক কামিনীর আলিঙ্গনে ;
—দরশনে, তিলকের
কুসুম-বিকাশ ;
অশোক পুষ্পিত হয় কামিনীর পদাঘাতে ;
'সাধ' দিয়া তাহাদের
পূর অভিলাষ।"

*

পীনস্তনী সুন্দরীর আলিঙ্গন-ভরে
অকস্মাৎ কুরুবক পুষ্পরাশি ধরে ;
এরি মধ্যে মধুপেরা পাইয়া সন্ধান
ওরি দিকে দেখ সবে হয় ধাবমান।

*

শিশু-তরু হইয়াও কুরুবক, তরুণীর
লভি আলিঙ্গন,
মদন-শরের মত পুষ্প কত রাশি রাশি
করে উদ্‌গিরণ।

*

তীক্ষ্ণ তরল দৃষ্টি অঞ্জনে ভূষিত
—পঞ্চশর যার পাশে নিত্য অবস্থিত

এ হেন সে মৃগাক্ষীর চারু-নেত্র-কটাক্ষের বলে
শাখা-শিরে দন্তসম ফুটে পুষ্প রোমাঞ্চের ছলে।

*

নূপুর রণিত করি          চন্দ্রাননা করে যবে
অশোকেরে পদাঘাত
লীলা-ভঙ্গিমায়,
অমনি গো তরুটির          সমস্ত শাখাগ্র-পরে
স্তবকে স্তবকে পুষ্প
দিব্য বাহিরায়।
গগন-অঙ্গন হল          দেখিবার যোগ্য বস্তু
সত্য-বিকাশিত ওই
পুষ্প-মহিমায়।

*

যৌবন বিগত হলে          থাকিতেও পারে অঙ্গে
অঙ্গনার রূপের বিকাশ,
কিন্তু ওগো যৌবনেই          সৌন্দর্য-অধিষ্ঠাত্রী
দেবতার সাধের নিবাস।

*

ষোড়শী বালারা দেখ          অধীর-হৃদয় অতি
অভিনব কৌতূহল-বশে ;
কিন্তু গো আনতস্তনী          প্রগল্‌ভা নারীই শুধু
পক্ক স্মর-রহস্যের রসে।

*

লোক-লোচনের সাথে          পদ্মবনে করি অর্ধ-
নিদ্রায় মগন,
মানিনী-মানস-সাথে          নিজ তীব্র তীক্ষ্ণ ভাব
করিয়া মোচন,
মঞ্জিষ্ঠ-রক্তিম-চ্ছবি,          চক্রবাক্-মিত্র, পক্ক-
নারঙ্গ-বরণ
দিনমণি ওই দেখ          দ্রুতগতি অস্তাচলে
করয়ে গমন।

কর্পূর মঞ্জরী। ২ (১৯০৪)

১

বেহাগ, আড়াঠেকা

কেনই বা ভুলিবো তোমায়,
কে ভুলে হৃদয়-ধনে।
শূন্য হৃদয় লয়ে কী সুখে বাঁচিবো প্রাণে॥
আশাতে নিরাশা বলে, তোমারে কি যাবো ভুলে,
সে তো নয় রে ভালোবাসা,
সুখ-আশা সংগোপনে॥
রাখিব না সুখ-আশা, চাহিব না ভালোবাসা,
ভালোবেসেই ভালো রব মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমাখনি দলিত হৃদয়ে আনি,
জীবন অঞ্জলি দিয়ে পুজিব অতি যতনে॥

২

মিশ্র, আড়াঠেকা

না জানি কী গুণ ধরে মুখখানি তোমার।
যত দেখি ততো সাধ দেখিতে আবার॥
এক দৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মনে হারা হই,
তবুও পলক নাহি নয়নে আমার॥

৩

বাগেশ্রী, আড়াঠেকা

প্রাণপণে প্রাণ সঁপিলাম যারে
সেই হন্তারক প্রাণে।

কাঁদিবো আর কার কাছে, কে আর আমার আছে,
যারে পুজি হৃদি মাঝে, সেই বজ্র হৃদে হানে॥

৪

ভৈরবী, কাওয়ালি

এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন।
এখনো হেরিলে তারে কেন রে উথলে মন॥
বিরক্তি-ভ্রূকুটি-রাশি, হেরিলে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখন।
চোখের দেখা দেখতে গেলে,
তাও দেখা নাহি মিলে,
দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে, সে করে যে পলায়ন॥
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্মভেদী নীরে,
মুহূর্তও দেখা পেলে স্বর্গ হাতে পাই যেন।
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কী ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক, নাহি অন্য সাধ মনে॥

৫

জয়জয়ন্তী, কাওয়ালি

এতদিন পরে সখি,
সত্য সে কি হেথা ফিরে এলো॥
দীন বেশে ম্লানমুখে কেমনে অভাগিনি
যা রে তার কাছে সখীরে।
শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন,
সবই গেছে, কিছু নাই, রূপ নাই হাসি নাই,
সুখ নাই, আশা নাই,
সে আমি আর আমি নাই,
না যদি চেনে সে মোরে, তাহলে কী হবে॥

৬

সর্‌ফর্‌দা, কাওযালি

এমন আর কত দিন চলে যাবে রে।
জীবনের ভার বহিবো কত হায় হায়,
যে আশা মনে ছিল, সকলই ফুরাইল,
কিছু হল না জীবনে,
জীবন ফুরাযে এল হায হায়॥

৭

বেলোযাব, কাওযালি

ও কী সখা মুছো আঁখি আমার তরেও কাঁদিবে কি
কে আমি বা, আমি অতি অভাগিনি,
আমি মরি, তাহে দুখ কীবা।
পড়েছিনু চরণতলে, দলে গেছ দেখনি চেয়ে,
গেছ গেছ, ভালো, তাহে দুখ কীবা॥

## জীবনীপঞ্জি

জন্ম : পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবীর সপ্তম সন্তান তথা পঞ্চম পুত্র সন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম আঠারোশো উনপঞ্চাশের চার মে, বারোশো ছাপান্নর বাইশে বৈশাখ কলকাতাস্থিত জোড়াসাঁকোর পৈতৃক ভদ্রাসনে। দেবেন্দ্রনাথ-সারদার পঞ্চদশ সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চতুর্দশতম।

বাল্যকাল : বাড়ির ঠাকুরদালানে একজন গুরুমশাই এসে পড়াতেন। এই গুরুমশাই বেত্র সঞ্চালনে বড়োই আনন্দ পেতেন। এরপর সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের কঠোর অভিভাবকত্বে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। বাড়ির অন্যান্য ছেলেরা খেলার অবকাশ পেলেও হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে থাকা বালকদের সে অবকাশ জুটত না। সেজদাদার অনমনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় লেখাপড়ার উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি তাঁর এই অনীহা উত্তর জীবনেও ছিল। তখনও ঠাকুরদালানে ঘটা করে দুর্গোৎসব হত। ঠাকুরদালানে পাঠশালার পাশে দেবীমূর্তির নির্মাণ, চালচিত্র-অঙ্কন তিনি আগ্রহ-সহকারে দেখতেন। পুজোয় যাত্রা হত ও কাকার এক মোসাহেবের তত্ত্বাবধানে তাঁরা যাত্রা দেখতেন ও রুমালে বেঁধে প্যালা ছুঁড়ে দিতেন। বৈঠকখানায় অভিভাবকেরা বাঈনাচ উপভোগ করতেন।

শিক্ষা : বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যে তিনি সেন্ট পলস্ স্কুল, মন্টেগু অ্যাকাডেমি ছেড়ে হিন্দু স্কুলে পড়তে যান। কিন্তু সেখান থেকে তিনি আবার চলে যান কেশবচন্দ্র সেনের ক্যালকাটা কলেজে। এখান থেকেই তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ.এ ক্লাসে ভর্তি হন। তখন তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ আই.সি.এস. হয়ে

ইংল্যান্ড থেকে এসে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে বাস করছিলেন। সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাদার বন্ধু মনোমোহন ঘোষের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর কাছে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য পড়তে শুরু করেন। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র থেকে জানা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর দাদার কাছেও ফরাসি শেখেন। বাল্যকাল থেকে চিত্রাঙ্কনে, বিশেষ করে প্রতিকৃতি-অঙ্কনে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর এই ভাইটির জন্যে আহমেদাবাদ বাসকালে চিত্রাঙ্কন-শিক্ষার জন্য শিক্ষক ও সেতার শিক্ষার উস্তাদ রেখেছিলেন। লাজুক স্বভাবের ছোটো ভাইটির উপর সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ ভরসা ছিল না এবং চিঠিপত্রেও তিনি সে কথা ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। মেজ-বউঠাকুরানি, সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রেরণায় তিনি সংস্কৃত নাটক পড়তে শুরু করেন এবং আঠাবোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো চারের মধ্যে মাত্র পাঁচ বছরের পরিসরে সতেরোটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন। শুধু অনুবাদ মাত্র নয়, অনুবাদকালে বস্তুত তিনি নাট্যশাস্ত্র মন্থন করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বানুশীলন ও অধ্যয়নের বিস্তার ছিল যথার্থই বিস্ময়কর—যদিও প্রথাগতভাবে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেননি। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ছাড়াও ফরাসি সাহিত্যের অনুবাদে ও ফরাসি নাটকের ভাব অবলম্বনে তিনি নাট্য রচনায় তাঁর দক্ষতা দেখিয়েছেন। এছাড়াও মরাঠি ভাষা শিখে মরাঠি থেকেও তিনি অনুবাদ করেন।

সাহিত্য-সংগীত ও শিল্পচর্চা : হিন্দুমেলার নবগোপাল মিত্রের আগ্রহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম কবিতা রচনা করেন। তখন তাঁর বয়স আঠারো। 'ভারতী' পত্রিকার পৌষ তেরোশো তেরো সংখ্যায় হিন্দুমেলায় পঠিত তাঁর সেই প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়। 'উদ্বোধন' শীর্ষক সেই কবিতার প্রথম কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ :

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারতসন্তান!
মা'কে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্বকীর্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার
রুগ্‌ণ শীর্ণ কলেবর, অস্থি-চর্মসার;

অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জয়,
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদরি হৃদয়;
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচন্ড,
সর্বাঙ্গ-সুন্দর দেহ করে খন্ডখন্ড।
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন্ প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে?
যে জননী পয়ঃ-সুধা শত নদী ধারে
পিয়াইছে নিরবধি আমা-সবাকারে;
যে জননী মৃদু হাসি সব দুঃখ ভুলি
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি;
এমন মায়েরে ভোলে যে-কোন্ সন্তান,
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ-সমান।..."

ঠাকুরবাড়িতে উচ্চাঙ্গ-সংগীতের ওস্তাদেরা গান গাইতেন। তাঁদের হিন্দি গান ভেঙে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। জীবনস্মৃতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন, কি শৌখিন, কি পেশাদার, যে গায়কের গান তাঁর ভালো লাগত, সেই সুরেই তিনি ব্রহ্মসংগীত রচনা করে বাংলা গানে শুদ্ধ রাগ-তালের প্রবর্তন করতেন। তাঁরই উদ্যোগে আদি ব্রাহ্ম-সমাজে একটি অবৈতনিক সংগীত-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেখানে যদুভট্ট গান শেখাতেন।

বাংলায় Extravaganja বা 'অদ্ভুতনাট্য' প্রবর্তনের জন্য তিনি পুরনো 'সংবাদ-প্রভাকর' থেকে মজার-মজার কবিতার পংক্তির জোড়াতালির কোলাজ্ রচনা করেছিলেন। তিনি খুড়তুতো ভাই গুণেন্দ্রনাথ ও বন্ধুদের সঙ্গে নাট্যদল তৈরি করে 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় করান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুঅভিনেতা ছিলেন; তিনি নিজেও কখনও নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে তাঁরা বহুবিবাহের কুপ্রথা বিষয়ে 'নবনাটক' রচনা করান। উনিশ শতকের শেষে বাংলার নাট্য-আন্দোলনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম ব্যক্তিত্ব, একাধারে নাট্যকার, সুরকার, অভিনেতা ও পরিচালক।

'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের সঙ্গে একটি সারস্বতসভার আয়োজন করেন। এই 'বিদ্বজ্জন-সমাগম'-এর উদ্যোগেই তরুণ রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' আঠারোশো একাশিতে প্রথম

অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। ...পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু, তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।' রবীন্দ্রসংগীতের স্রোতোমুখ এইভাবেই উৎসারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রসংগীতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া একমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া সুরই স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়াও অন্তত তিনটি গান রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই দাদার সঙ্গে যুগ্ম ভাবে রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশে ও বিবর্ধনে তাঁর প্রেরণা ছিল ঐতিহাসিক।

নাট্যরচনা ও সংগীত-রচনা ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত 'প্রবন্ধমঞ্জরী' গ্রন্থে তাঁর বিপুল তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় রয়েছে। এই প্রবন্ধাবলিতে তাঁর বহু ভাষায় ও বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিকৃতি-অঙ্কনের সূত্রে জ্যেতিরিন্দ্রনাথ ফ্রেনোলজি বা শিরোমিতি-বিদ্যার চর্চা করেছিলেন। শিরোমিতি-বিদ্যাচর্চার জন্যে তিনি বহু বিখ্যাত মানুষজনের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, লালন শাহ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইয়োকোইয়ামা তাইকান, চার্লস এন্ড্রুজ, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, শশীকুমার হেশ, চিত্তরঞ্জন দাশ -প্রমুখ। তাঁর আঁকা পঁচিশটি প্রতিকৃতির অ্যালবাম 'Twentyfive Collotypes from the Original Drawings by Jyotirindranath Tagore'-নামে লন্ডনের এমেরি ওয়াকার প্রকাশন থেকে উনিশশো চোদ্দোতে উইলিয়ম রোদেনস্টাইনের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোমিতি-বিদ্যা বিষয়ে তিনি 'শিরোমিতি-বিদ্যা' ('কল্পনা', চতুর্থ বর্ষ ১৮৮৫), 'মুখচেনা' ('বালক', বৈশাখ ১২৯২/১৮৮৫) এবং 'আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেনলজি' ('সাধনা', আষাঢ় ১২৯৯/১৮৯২) শীর্ষক যে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চার অমূল্য সম্পদ।

বাংলায় যে আকারমাত্রিক স্বরলিপি প্রচলিত তার উদ্ভাবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তাঁর তত্ত্বমূলক প্রবন্ধাবলি নানা পত্রিকায় প্রকীর্ণ হয়ে রয়েছে। বাংলায় সংগীত-বিষয়ক প্রথম পত্রিকা 'বীণাবাদিনী'র সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় আঠারোশো সাতানব্বইয়ের জুলাই থেকে। একই সঙ্গে তিনি 'ভারত-সংগীতসমাজ' স্থাপন করেছিলেন। এই সংগীতসমাজের পক্ষ থেকে উনিশশো এক থেকে 'সংগীত-প্রকাশিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উনিশশো দুই-তিনে তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। ফরাসি জাতীয় সংগীতের বঙ্গানুবাদ তিনি মূল সুরে করেছিলেন। আঠারোশো সাতাত্তরে ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা 'ভারতী' প্রকাশের অন্যতম আয়োজক ছিলেন তিনিই। তরুণ বয়স থেকে স্ত্রী-র মৃত্যুকাল অবধি বাংলার সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির জগতে তিনি আপন প্রতিভায় প্রোজ্জ্বল ছিলেন।

বিবাহ : আঠারোশো আটষট্টিতে উনিশ বছর বয়সে শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা কাদম্বিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঠাকুরবাড়ির প্রথা অনুসারে বিবাহের পর নববধূর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় কাদম্বরী। কাদম্বরী শব্দের অন্যতম অর্থ সরস্বতী। সূর্যের উদয়ের সঙ্গে পদ্মের প্রস্ফুটনের সঙ্গে মিল রেখে যেমন রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী-র নাম ভবতারিণী থেকে মৃণালিনী করা হয়েছিল, তেমনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সারস্বত-চর্চার অনুষঙ্গেই তাঁর স্ত্রী-র নাম পালটে কাদম্বরী রাখা হয়েছিল। এই দম্পতি ছিলেন নিঃসন্তান। রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে কাব্য-রচনায় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যতম প্রেরণাদাত্রী ছিলেন এই বউঠাকুরানি। আঠারোশো চুরাশিতে মাত্র চোদ্দো বছর বিবাহিত জীবনের পর তরুণী বয়সেই অকস্মাৎ কাদম্বরী আত্মহত্যা করেন। এই বঠঠাকুরানির মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনে শোকের দীর্ঘ ছায়াপাত করেছিল। বউঠাকুরানির আত্মহত্যার পরে প্রকাশিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'শৈশব-সংগীত' এবং 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি' তিনি এই বউঠাকুরানিকে উৎসর্গ করেছিলেন। এমনকি সত্তর বছর বয়সে চিত্রাঙ্কনকালেও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে তাঁর আঁকা একাকিনী নারীমুখের ছবিতে বারবার এই বউঠাকুরানির দুটি চোখই ফিরে আসে। কাদম্বরীর মৃত্যুর শোকে অভিভূত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্রমে তাঁর বিস্তৃত কর্মজীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকেন ও 'ভারতী' বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। তাঁর ভগিনী স্বর্ণকুমারী 'ভারতী' সম্পাদনার ভার নিয়ে এই পত্রিকাটিকে অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা করেন।

কর্মজীবন

আঠারোশো উনসত্তর থেকে চুরাশি অবধি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। আঠারোশো বাহাত্তরে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা'র অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন তিনি।

আঠারোশো চুয়াত্তরে তিনি বিশাল এজমালি জমিদারির পিতৃ-নিযুক্ত পরিদর্শক হন। রবীন্দ্রনাথ এই কাজের দায়িত্ব নেওয়ার আগে অবধি এই দায়িত্ব তিনি পালন করেন। তাঁর উদ্যোগে ও রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে আঠারোশো ছিয়াত্তর নাগাদ 'সঞ্জীবনী-সভা' নামে জাতীয়তাবাদী সংগঠন স্বদেশি কর্মকাণ্ডের সূচনা করে। এই সভা জাতীয় আত্মনির্ভবতার লক্ষ্যে দেশলাই তৈরি, তাঁত বোনা -ইত্যাদি উদ্যম শুরু করে। প্রাথমিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও এইসকল উদ্যমে জাতির মনে প্রভূত উদ্দীপনার সঞ্চার করে। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথের প্রেরণায় তিনি ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। ভগ্নিপতি জানকীনাথ ঘোষালের সহযোগে তিনি হাটখোলায় পাটের আড়ত খোলেন। অল্পদিনে এই ব্যবসায় লাভ হলেও পাটের বাজার পড়ে যাওয়ায় তাঁরা সেই লাভের টাকায় শিলাইদহে নীল চাষ শুরু করেন। চার-পাঁচ বছরে নীলচাষে উন্নতি করলেও জার্মানিতে কৃত্রিম নীল তৈরি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রাতারাতি নীলের বাজার পড়ে যায়। নীলের ব্যবসা বন্ধ করে তিনি বাঙালিদের মধ্যে প্রথম জাহাজ চালাবার সংকল্প করেন। সে সময়ে এদেশে যন্ত্রচালিত নৌ-পরিবহনসহ বহু ব্যবসায় ইংরেজরাই একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি পুরনো জাহাজের খোল কিনে সেটি সারিয়ে আঠারোশো চুরাশিতে 'সরোজিনী' নামে জাহাজ তৈরি করে বরিশালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রবল ইংরেজ প্রতিপক্ষের সঙ্গে রীতিমতো পাঞ্জা লড়ে তিনি একক উদ্যমে আরও চারটি জাহাজ 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'স্বদেশি', 'ভারত' ও 'লর্ডরিপন' কিনে খুলনা-বরিশাল-কলকাতা নৌপথে চালাতে শুরু করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাহাজে

বসবাস করেই ব্যবসা বাড়ান। বাংলার মানুষ তাঁর এই উদ্যমকে জাতীয় উদ্যম হিসেবে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাঁকে সভা ডেকে সম্বর্ধিত করা হয়েছিল। কিন্তু 'ইংরাজের ব্যবসায় ব্যাঘাত লাগিয়াছে, আর কি তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ব্যবসায়ী সাহেবরা আমার যৎপরোনাস্তি বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। তাহারা যখন দেখিল যে, যাত্রী আর হয় না, তখন তাহারা ভাড়া কমাইতে আরম্ভ করিল, আমিও কমাইলাম। এইরূপে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমি প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলাম। লাভ আগে যেমন হইতেছিল, তেমন আর এখন হয় না—তবুও আমি দমিলাম না।' কিন্তু তাঁর 'স্বদেশি' জাহাজ খুলনা থেকে কলকাতা এলেও আক্ষরিক অর্থে ভরাডুবি হল। ইংরেজ ব্যবসায়ী ফ্লোটিলা কোম্পানির পক্ষে সন্ধি-প্রস্তাব নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হলেন প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। হতোদ্যম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙালি প্যারীমোহনের মধ্যস্থতায় তাঁর জাহাজগুলি ফ্লোটিলা কোম্পানিকে বেচে দিলেন। প্যারীমোহন রাজা খেতাব পেলেন। বাঙালির ব্যবসায়িক উদ্যম ব্যর্থ হল।

গ্রন্থ ও রচনাদি :

১. কিঞ্চিৎ জলযোগ (প্রহসন), ১৮৭২, পৃ. ৮৬।
২. পুরুবিক্রম নাটক ১৮৭৪, পৃ. ১৪৭।
৩. সরোজিনী বা চিতোর-আক্রমণ নাটক, ১৮৭৫, পৃ. ২৪০।
৪. এমন কর্ম আর ক'রব না (প্রহসন), ৭ জুলাই ১৮৭৭, পৃ. ১১৬।
১৯০০ সনের এপ্রিল মাসে এটি 'অলীক-বাবু' নামে নতুন করে প্রকাশিত হয়।
৫. অশ্রুমতী নাটক, ১৮৭৯, পৃ. ২০৪।
৬. মানময়ী (গীতি-নাটিকা), ১৮৮০, পৃ. ১২।
৭. স্বপ্নময়ী নাটক, ১৮৮২, পৃ. ১৮৯।
৮. হঠাৎ-নবাব (প্রহসন, ফরাসি) ১৮৮৪, পৃ ১২৬। মলিয়ের-কৃত 'লে বুর্জোয়া জাঁতিয়ম্' থেকে।
৯. হিতে বিপরীত (কৌতুক-নাটিকা), ১৮৯৬, পৃ. ৩০।
১০. স্বরলিপি-গীতি-মালা ১৮৯৭, পৃ. ৩২০।
১১. পুনর্বসন্ত (গীতিনাট্য), ১৮৯৯, পৃ. ৩০।
*১২. অভিজ্ঞান শকুন্তলা (নাটক), ১৮৯৯, পৃ. ১৪৬।
১৩. বসন্ত-লীলা (গীতি-নাটিকা), ১৯০০, পৃ. ৩২।
১৪. ধ্যান-ভঙ্গ (গীতি-নাটিকা), ১৯০০, পৃ. ৪৮।

*১৫. উত্তর-চরিত (নাটক), ১৯০০, পৃ. ১৫২।
*১৬. রত্নাবলী নাটক, ১৯০০, পৃ. ৯৫।
*১৭. মালতী-মাধব (নাটক), ১৯০০, পৃ. ১৫১।
*১৮. মৃচ্ছকটিক (নাটক), ১৯০১, পৃ. ২৩১।
*১৯. মুদ্রা-রাক্ষস (নাটক), ১৯০১, পৃ. ১৫৭।
*২০. বিক্রমোর্বশী (নাটক), ১৯০১ পৃ. ৮৪।
*২১. মালবিকাগ্নিমিত্রম (নাটক), ১৯০১, পৃ. ৯৫।
*২২. মহাবীর-চরিত (নাটক), ১৯০১, পৃ. ১৮৫।
*২৩. চণ্ডকৌশিক (নাটক), ১৯০১, পৃ. ৮৮।
*২৪. বেণীসংহার নাটক, ১৯০১, পৃ. ১৫৯।
*২৫. প্রবোধ-চন্দ্রোদয় (নাটক), ১৯০২, পৃ. ১১৭।
*২৬. নাগানন্দ (নাটক), ১৯০২, পৃ. ৮৭।
২৭. দায়ে পড়ে দার-গ্রহ (প্রহসন, ফরাসি) থেকে, ১৯০২, পৃ. ৫৯। মোলিয়েরে-কৃত 'মারিয়াজ ফোর্সে' অবলম্বনে।
২৮. ভারতবর্ষে (ভ্রমণ, ফরাসি থেকে), ১৯০৩, পৃ. ৬৫। আন্দ্রে শেভ্রিয়ো-থেকে অনুবাদ।
২৯. ঝাঁশির রানী (জীবনী, মরাঠি) থেকে, ১৯০৩, পৃ. ৭৩।
৩০. বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা (নাটক), ১৯০৩, পৃ. ৭৩।
৩১. রজত-গিরি (নাটক), ১৯০৪, পৃ. ৫৯।
৩২. ধনঞ্জয়-বিজয় (নাটক), ১৯০৪, পৃ. ৩৬।
৩৩. কর্পূর-মঞ্জরী (নাটক), ১৯০৪, পৃ. ৬৪।
৩৪. প্রিয়দর্শিকা (নাটক), ১৯০৪, পৃ. ৫৪।
৩৫. ফরাসী-প্রসূন (গল্প-কবিতা, ফরাসি থেকে), ১৯০৪, পৃ. ২৫৬।
৩৬. প্রবন্ধ-মঞ্জরী, ১৯০৫, পৃ. ৫৮৬। ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, রাস্কিয়াড বা উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ, নীলের বাণিজ্য, মেঘনাদবধ কাব্য, কলিকাতা সারস্বত-সম্মিলন, মারাঠী ও বাঙ্গালা, ভারতে নাট্যের উৎপত্তি, আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেনলজি, বৃত্তি-নির্বাচন, লোকচেনা, তুকারামের অভঙ্গ, মুখ-চেনা, বরিশালের পত্র, শিরোমিতি-বিদ্যা -প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের ৬২-টি প্রবন্ধের সমষ্টি।
৩৭. এপিক্‌টেটসের উপদেশ (ইংরেজি থেকে), ১৯০৭, পৃ. ৮০।
৩৮. জুলিয়স্‌ সীজার (নাটক, ইংরেজি থেকে), ১৯০৭, পৃ. ১৩৩।

৩৯. ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষ (পিয়ের লোটির ফরাসি থেকে), ১৯০৯, পৃ. ৩৭৫।

৪০. মার্কাস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা (ইংরেজি থেকে), ১৯১১, পৃ. ৯৫।

৪১. সত্য, সুন্দর, মঙ্গল (ভিক্টর কুজ্যাঁর ফরাসি থেকে), ১৯১১, পৃ. ।।৶০ + ৩৬৯।

৪২. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ১৯২০, পৃ. ২৪০। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক বিবৃত ও শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত।

৪৩. শোণিত-সোপান (গল্প, ফরাসি থেকে), ১৯২০, পৃ. ১০৪।

৪৪. অবতার (উপন্যাস, গতিয়ের-এর ফরাসি থেকে), ১৯২২, পৃ. ১৩২।

৪৫. মিলিতোনা (উপন্যাস, গতিয়ের-এর ফরাসি থেকে), ১৯২৩, পৃ. ১৫৫।

৪৬. শ্রীমদ্ভবদ্‌গীতা-রহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র, ১৯২৪, পৃ ৮৭২। বালগঙ্গাধর তিলক-কৃত 'গীতারহস্য' নামক মরাঠি গ্রন্থের অনুবাদ।

৪৭. Twentyfive collotypes from original drawings by Jyotirindranath Tagore, London, 1914.

* চিহ্নিত নাটকগুলি সংস্কৃত থেকে অনূদিত/রচিত।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনা 'ভারতী', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বালক', 'সাধনা', 'সাহিত্য', 'বঙ্গভাষা', 'প্রবাসী', 'বঙ্গদর্শন', (নব-পর্যায়), 'সমালোচনী', 'ভান্ডার', 'জাহ্নবী', 'মানসী' ও মর্মবাণী', 'বঙ্গবাণী', 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ফরাসি ভাষার অনেক বিশিষ্ট গ্রন্থ, প্রবন্ধ-গল্প-কবিতার অনুবাদ তিনি করেছিলেন। মরাঠি থেকে অনূদিত রমাবাঈয়ের 'আমার জীবনস্মৃতি' তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ করেছিলেন। নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য অগ্রন্থিত রচনা রয়েছে।

**শেষজীবন ও মৃত্যু**

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে অপুত্রক ও নিঃসন্তান কেউ ভূ-সম্পত্তি পেতেন না। বীরেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ পাননি; পাননি দ্বারকানাথের আদরের ছোটো ছেলে নগেন্দ্রনাথের বিধবা ত্রিপুরাসুন্দরী। ভাসুর দেবেন্দ্রনাথ

তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলে ত্রিপুরাসুন্দরী মামলা লড়েও তৎকালীন কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে হেরে যান; বিধবার সম্পত্তিতে অধিকার এবং দত্তক নেওয়ার অধিকার ত্রিপুরাসুন্দরী পাননি।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সম্পত্তির অংশ জ্যোতিরিন্দ্রনাথও পাননি, যদিও তিনি আর সকলেরই মতো তাঁর বরাদ্দ মাসোহারা পেতেন।

উনষাট বছর বয়সে কলকাতার কর্মব্যস্ততা, সৃজনতৎপরতা যাবতীয় উদ্যম থেকে বাণপ্রস্থ নিয়ে তিনি রাঁচির মোরাবাদি পাহাড়ে শান্তিধাম নামে নির্জন একটি আবাসে চলে যান এবং জীবনের শেষ সতেরো বছর সেখানে থাকেন। উনিশশো পঁচিশের চার মার্চ ছিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন।